NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মোবাইলের তীব্র আসক্তি ও বিভীষিকা রাতের ঘুমই কেড়ে নিচ্ছে!

ইংরেজবাজারে মুণ্ডুহীন নাবালিকার দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ৬

কলকাতা ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৮ মাঘ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.2.2024, Vol.17, Issue No. 231, 8 Pages, Price 3.00

‘আমাকে জেলে ঢোকালে ফুটো করে বেরিয়ে আসবো’

কৃষ্ণনগর থেকে হুংকার মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি নিয়ে চর্চা চলছে বিভিন্ন মহলে। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণনগর থেকে বিজেপিকে ঝাঁঝালো বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, তাঁকে জেলে ঢোকানো হলে তিনি জেল ফুটো করে ফিরে আসবেন।

সাত ঘণ্টা ইডি জেরার পর বুধবার রাতে ইস্তফা দেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। এর পরই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর আলোচনা চলছে। এদিকে বর্তমানে জেলা সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কৃষ্ণনগরে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে বিজেপিকে একহাত নেন তিনি। হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গ না তুলেও বুঝিয়ে দেন এভাবে চক্রান্ত করে তাঁকে বিপাকে ফেলা যাবে না। তিনি বলেন, ‘ভোটের আগে জেতার জন্য অনেককে গ্রেপ্তার করছে। আমাকে জেলে পুরলেও আমি জেল ফুটো করে বেরিয়ে আসব!’

দুর্নীতি ইস্যুতেও এদিন মুখ খুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের তিনি বলেন, ‘সামান্য কিছু লোক দুর্নীতিতে জড়িয়েছে। কিন্তু সব ছেলেমেয়েরা খারাপ নয়। তৃণমূলের সবাই চোর নয়। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না।’ তাঁর কথায়, কোনও রাজনৈতিক দল ধারাবাহিক ভাবে ক্ষমতায় থাকলে কিছু বেনোজল ঢোকে। দল দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে সেকথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। মমতাকে পালটা দিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজেয়। কিন্তু তিনি আর তাঁর দল এবং সরকারের বিসর্জন ঠেকাতে পারবেন না। সময় ঘনিয়ে এসেছে।’

‘মহুয়া ফের মানুষের ভোটে জিতবে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি খাতায়-কলমে এখন আর জনপ্রতিনিধি নন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই তিনি, লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র রইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচির মঞ্চে। যে মঞ্চ থেকেই মমতা আরও এক বার স্পষ্ট বলে দিলেন, ‘তোমরা মহুয়াকে তাড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু মানুষের ভোটে মহুয়া আবার জিতবে।’ অর্থাৎ, আবার কৃষ্ণনগরের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিলেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী। বৃহস্পতিবার নদিয়ার শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি ছিল। সেখানেই মমতা বলেন, ‘মহুয়াকে ওরা তাড়িয়েছে! কেন? কারণ, মহুয়া মানুষের কথা বলেছিল।’ এর আগে গত নভেম্বরে মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা। যে দিন মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হল, সেই ৮ ডিসেম্বর কার্শিয়ং থেকেও বিজেপির কড়া সমালোচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, ‘দল মহুয়ার পাশে আছে। এই ঘটনা থেকে বিজেপির প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি আরও এক বার প্রমাণিত হল। মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার সুযোগই দেওয়া হল না। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি।’ সেই দিনই তিনি প্রথম পরোক্ষে হলেও জানিয়ে দেন, মহুয়াই কৃষ্ণনগরে তৃণমূলের টিকিট পাবেন। বৃহস্পতিবার তাতে আরও এক বার নেত্রীর সিলমোহর পড়ল।

আয়কর কাঠামোয় কোনও বদল করলেন না অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: দ্বিতীয় মোদি সরকারের শেষ বাজেটে কিছুটা হলেও হতাশ মধ্যবিত্ত। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেটে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বড় কোনও ছাড় দিলেন না করদাতাদের। অর্থমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, আপাতত করকাঠামো অপরিবর্তিত থাকছে। তবে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় সংস্কারে জোর দিয়ে একাধিক ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর ঘোষণা, ‘ভোটের বছর বলেই এ বিষয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলাম না।’

বাজেটে নির্মলা ঘোষণা করেন, আয়কর অপরিবর্তিত থাকল। অপরিবর্তিত থাকবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স। যারা নতুন নিয়মে আয়কর জমা দিয়েছে তারা আয়ের ৭ লক্ষ পর্যন্ত কোনও কর জমা দেবে না। খুচরো বিক্রেতাদের আয়করের উর্ধসীমা ২ কোটি থেকে ৩ কোটি হয়েছে। কর্পোরেট কর ৩০ শতাংশ থেকে কমে ২২ শতাংশ হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান, গত ১০ বছরে প্রত্যক্ষ কর আদায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই মাসের বাজেটে বিকশিত ভারতের রোডম্যাপ সামনে আসবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে আয়ে করে মিলল না স্বস্তি।

উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে দু’ধরনের কর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর মধ্যে একটি পুরনো কর ও অপরটি নতুন কর কাঠামো। নতুন কর কাঠামো অনুযায়ী, ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড় মিলছে। অন্যদিকে, পুরনো কর কাঠামোয় ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে সরকার। আয়করের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশানের পরিমাণ রয়েছে ৫০ হাজার টাকা। যা বেড়ে ৬০ হাজার হবে বলে চড়ছিল প্রত্যাশার পারদ। বাস্তবে সেই রাস্তায় হাঁটেননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এর পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এও বলেন, নতুন নিয়মে যাঁরা আয়কর জমা দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ। প্রত্যক্ষ কর অনেক বেড়েছে। আয়কর জমা দেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৪ গুণ। এদিকে এরই পাশাপাশি আয়করে গরমিল মেটাতে বড় ছাড়ের কথা ঘোষণাও করেন তিনি। ‘প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যা ছোট ছোট অমীমাংসিত ও বিতর্কিত ইনকাম ট্যাক্স বাকি পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি ১৯৬২ থেকে পড়ে রয়েছে। সৎ করদাতারা এই গরমিল মেটাতে আগ্রহী। পরবর্তী বছরগুলিতে কর দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়ছেন তাঁরা। এই করদাতাদের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ এদিনের বাজেট বক্তৃতায় বলেন নির্মলা। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়া হবে এই সব ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান, ‘পুরনো কর কাঠানো অনুযায়ী, বেশ কিছু করদাতার ইনকাম ট্যাক্স-এ গরমিল রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই ধরনের করদাতারা ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় পাবেন। অন্যদিকে, ২০১০-১১ থেকে শুরু করে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত অনাদাকৃত আয়করের ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা ছাড় মিলবে।’ এতে প্রায় এক কোটি করদাতা উপকৃত হবেন বলে জানান তিনি। সঙ্গে এও জানান, লোকসভা নির্বাচনের পর জুলাইতে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে নতুন সরকার। সেখানে বিকশিত ভারতের রোডম্যাপ তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

বাজেটে আয়কর ছাড়ের কোনও ঘোষণা না হলেও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা করেন নির্মলা। তিনি বলেন, কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে কোটি বাড়ির ছাদে বসানো হবে সৌর প্যানেল। এই বাড়িগুলি থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের খরচে কোনও টাকা নেবে না কেন্দ্র। পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে একাধিক ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

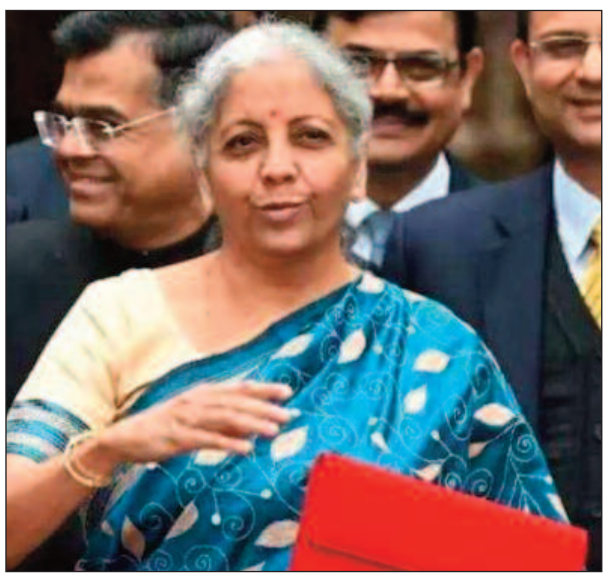

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের টিকা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা ভোটের আগে এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। মহিলাদের একটি বড় সমস্যা হল সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার। প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশে বহু মহিলার মৃত্যু হয়। তাই সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকাকরণের উপর জোর দিতে চলেছে কেন্দ্র। এদিন বাজেটের বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ৯ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি মেয়েদের সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের টিকা দেওয়ার উপর জোর দেবে সরকার।

মধ্যবিত্তদেরও ‘নিজের বাড়ি’

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: সকল ভারতীয়র মাথার উপর যাতে ছাদ থাকে, সেই লক্ষ্যেই ‘সকলের জন্য আবাসন’ প্রকল্প গ্রহণ করেছে মোদি সরকার। যার আওতায় রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহুরে এবং গ্রামীণ দুই প্রকল্পই)। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের আওতায় ৩ কোটি গরিব মানুষকে বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে সরকার। এবার শুধু গরিব নয়, ২০২৪-২৫ সালের বাজেটে মোদি সরকার মধ্যবিত্তদেরও বাড়ি দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। এদিন বাজেট উপস্থাপনের সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, আবাস যোজনার অধীনে আরও ২ কোটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি সরকারি সহায়তায় বাড়ি পাবেন মধ্যবিত্তরাও।

লাক্ষাদ্বীপে পর্যটন বাড়াতে বিপুল বিনিয়োগ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: লাক্ষাদ্বীপে বড় বিনিয়োগের ঘোষণা বাজেটে। লাক্ষাদ্বীপ- সহ দেশের দ্বীপগুলিতে পর্যটনকে আরও উন্নত করতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগোর ঘোষণা করা হল। এ দিন অন্তর্বর্তী বাজেটের ঘোষণায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, দেশের পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিপুল বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এ দিন বাজেট ঘোষণায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, ‘দেশের ৬০টি জায়গায় জি-২০ সম্মেলনের বৈঠক হয়েছে। বিশ্বমঞ্চের কাছে ভারতের বৈচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে এর মাধ্যমে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবসা ও কনফারেন্স ট্যুরিজমের জন্য ভারতকে আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল করে তুলেছে। এখন মধ্যবিত্তরাও ঘুরতে যাচ্ছেন। শুরু হয়েছে ধর্মীয় পর্যটনও। এটি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বড় সুযোগ হয়ে উঠছে।’

এক নজরে

আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হচ্ছে। শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা দিচ্ছে ৯ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী। পূর্ব নির্ধারিত সূচি বদল করে এবার পরীক্ষার সময় কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হবে বেলা ১০টা থেকে, চলবে বেলা ১টা পর্যন্ত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে প্রবেশ করতে পারবে, প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু হবে বেলা ৯টা ৪৫ থেকে। পরীক্ষার আগে পর্ষদের তরফ থেকে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। https/ / wbbse. wb. gov.in -এ ক্লিক করলে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। জেলা ভিত্তিক হেল্প লাইন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। জেলা স্কুল পরিদর্শকদেরও ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ ধর্নায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে রেড রোডে আজই ধর্না শুরু করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়ার দাবিতে রেড রোডে ধর্নায় বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা নিজেই জানিয়েছেন, ৪৮ ঘণ্টা ধর্নামঞ্চে থাকবেন তিনি। অর্থাৎ শনিবার, ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্না কর্মসূচি চলবে তাঁর। তৃণমূল সূত্রে খবর, মমতা দিল্লি যাবেন আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার। তার আগে ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিধানসভা অধিবেশনেও যোগ দেবেন তিনি। ওই দিনই বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকও করবেন।

জন্মহারের বিশেষ কমিটি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: দেশের জন্মহারের সমস্যা সমাধান করতে এবার বিশেষ কমিটি গঠন করবে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার বাজেট পেশ করতে গিয়ে এই কথা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

‘ঐতিহাসিক’ কেন্দ্রীয় বাজেটে সর্বাঙ্গীন বিকাশের ছবি তুলে ধরলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: নির্মলা সীতারমণের অন্তর্বর্তী ‘ঐতিহাসিক’ বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী। এই বাজেট বিকশিত ভারতের রোডম্যাপ, বলেন নরেন্দ্র মোদি। বাজেট পরবর্তী ভাষণে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের প্রশংসা করে সৌরবিদ্যুৎ থেকে লাখপতি দিদি এবং আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক প্রকল্পের তুলে ধরেন। মহিলা, যুব, গরিব এবং অন্নদাতা-সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ছবি তুলে ধরলেন মোদি। ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর পর এবারের বাজেটের মূল মন্ত্র ছিল ‘সর্বস্তরে বিকাশ ও সামাজিক ন্যায়’। সমাজের সর্বস্তরের সকলের বিকাশে জোর দেওয়া হয়েছে। ভাষণের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এবারের বাজেটে গুরুত্ব পাবে মহিলা, যুব, কৃষক এবং গরিবরা। তাঁদের স্বার্থে একের পর এক প্রকল্পের কথা বলেন অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই বাজেট গরিব ও মধ্যবিত্তদের ক্ষমতায়নের বাজেট। দেশে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। তৈরি হবে আরও ২ কোটি বাড়ি। মহিলা ক্ষমতায়নে ৩ কোটি ‘লাখপতি দিদি’ তৈরি হবেন। আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। আয়কর কাঠামোয় রদবদল ঘটাননি সীতারমণ। তবে এই কর কাঠামো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ১ কোটি মানুষকে স্বস্তি দেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল। বাজেটে কৃষকদের জন্যেও অনেক কিছু রয়েছে বলে মত প্রধানমন্ত্রীর। সবমিলিয়ে সবমিলিয়ে অন্তর্বর্তী বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর কথায় ‘সব পেয়েছির দেশ’।

‘লাখপতি দিদি’র সংখ্যা হবে ২কোটি

মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর বাজেটে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে মহিলাদের জন্য বড় কিছু ঘোষণা করতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এমনটাই আশা করেছিলেন অনেকেই। ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে ষষ্ঠবারের জন্য বাজেট পেশ করেন নির্মলা সীতারমণ। ২০২৪-এর বাজেট বক্তৃতায় নারী শক্তির কথা উঠে এল অর্থমন্ত্রীর মুখে। দেশ জুড়ে গত ১০ বছরে মহিলাদের উন্নয়নে কী করা হয়েছে, বাজেটে সে কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমণ।

বৃহস্পতিবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী জানান, ৮৩ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে দেশে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে। এর ফলে এক কোটি মহিলা স্বনির্ভর হয়েছেন। যা অন্য মহিলাদের কাছে উদাহরণ। নির্মলার সংযোজন, ‘লাখপতি দিদি’-র সংখ্যা দু’কোটিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এর পাশাপাশি দেশ জুড়ে গত ১০ বছরে মহিলাদের উন্নয়নে কী করা হয়েছে, বাজেটে সে কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমণ। একাধিক প্রকল্পের পাশাপাশি উঠে এল শিক্ষা-সহ সব ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতির কথা। অর্থমন্ত্রী বলেন, নিজেদের ব্যবসা শুরু করে মহিলারা যেভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন, তা উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গে এও জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রচুর বাড়ি দেওয়া হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। অনেকক্ষেত্রেই যার মালিক মহিলারা। ফলে তাঁদের আত্মসম্মান বেড়েছে। মেয়েরা অনেক বেশি কাজে যোগ দিচ্ছেন। ১০ বছরে ২৮ শতাংশ অংশগ্রহণ বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে পিএম আবাস যোজনার ৭০ শতাংশ বাড়ির মালিকানা বা যৌথ মালিকানা দেওয়া হয়েছে মহিলাদের।

মোদি সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট, খোঁচা বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: মোদি সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে ‘অন্তঃসারশূন্য’। জনতাকে বোকা বানানোর বাজেট। লোকসভা ভোটের আগের বাজেটে এ ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, বাজেটে বেকারত্ব ঘোচানোর কোনও উপায় বলা নেই। এমনকী, মধ্যবিত্তের জন্যও কোনও ছাড় নেই। পুরো বিষয়টিকে অর্থমন্ত্রীর নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা।

বাজেটকে খোঁচা মেরে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘অন্তঃসারশূন্য বাজেট। কথার জাগলারি, ভাষার সস্তা চটক। সাধারণ মানুষের স্বস্তি নেই, প্রাপ্তিও নেই।’ তাঁর অভিযোগ, ‘বাংলার প্রতি বঞ্চনা অব্যাহত। কথা না রাখা ভাঁওতাবাজির বাজেট। শুধু তিনমাসের ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদনের কাজ করতে গিয়ে তার বাইরের অবাস্তব নাটকের চিত্রনাট্য অর্থমন্ত্রীর।’

তৃণমূলের সুরেই খোঁচা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তাঁর কথায়, ‘এটা কি চাকরিহীনদের কর্মসংস্থানের বাজেট? নাকি লোকসভা ভোটের বছরে ভুল বুঝিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা?’ দলেরই আরেক নেতা শচিন পাইলটের কথায়, ‘অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণ শুনে মনে হচ্ছিল ভোটের প্রচার করছেন।’

অর্থমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, ‘জুলাই মাসে পূর্ণাঙ্গ বাজেটে গোটা বছরের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হবে।’ নির্মলা নিজের ভাষণে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সরকার ফিরছে, তাই তড়িঘড়ি চমক দেওয়ার পক্ষে তিনি নন। অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বলছেন, ‘এই বাজেট অন্তঃসারশূন্য। এখন থেকেই যেভাবে ক্ষমতায় ফেরার সরকারের ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ।’

জেল হেপাজতে রাত কাটল হেমন্তের

রাঁচি, ১ ফেব্রুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে বৃহস্পতিবার রাত কাটাতে হল জেলে। রাঁচির বিশেষ আদালত তাঁর হেপাজত প্রসঙ্গে রায় সংরক্ষিত রেখেছে। শুক্রবার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে। তার আগে বৃহস্পতিবার হেমন্তকে জেল হেপাজতে থাকতে বলা হয়েছে। রাঁচির বিশেষ আদালতে বৃহস্পতিবার সকালে হেমন্তকে হাজির করায় ইডি। তাঁকে ১০ দিনের জন্য হেপাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। আদালত সে বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি। শুধু জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার জেল হেপাজতে রাখা হোক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। উল্লেখ্য, হেমন্ত ইতিমধ্যে নিজের গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। শুক্রবার তাঁর মামলাটি শুনবে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ। জমি জালিয়াতি মামলায় হেমন্তের নাম জড়িয়েছে। ৬০০ কোটি টাকার ‘দুর্নীতি’র অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই তদন্তের সূত্রে বুধবার দুপুরে হেমন্তের রাঁচির বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। প্রায় সাত ঘণ্টা তল্লাশির পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার আগে রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন হেমন্ত। ঝাড়খণ্ডের শাসকদল জেএমএম জানায়, বিধানসভায় হেমন্তের বদলে তাঁরা দলনেতা হিসাবে নির্বাচিত করছেন রাজ্যের বর্তমান পরিবহণমন্ত্রী চম্পই সোরেনকে। গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে এর আগে ঝাড়খণ্ড হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেমন্ত। পরে সেখান থেকে আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। শীর্ষ আদালতে আবেদন জানান তিনি। আবেদনে ইডির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ করেছেন হেমন্ত। তাঁর দাবি, রাজ্যের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে অস্থির করে তোলার জন্যই তাঁকে গ্রেফতারির পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুক্রবার মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

বারাণসীর জ্ঞানবাপীতে শুরু হল পুজো

বারাণসী, ১ ফেব্রুয়ারি: বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের ‘সিল’ করা একটি তহখানায় হিন্দু ভক্তদের পূজার্চনার জন্য বুধবার অনুমতি দিয়েছিল বারাণসীর জেলা আদালত। জেলা বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেসের সেই নির্দেশ মেনে বৃহস্পতিবার বিকেলেই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হয়ে গেল আরতি এবং পুজোপাঠ। সেই পুজোর ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। এদিকে, জেলা আদালতের ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে মুসলিম পক্ষ। যদিও সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতের তরফে অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটিকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিচারক বিশ্বেসের নির্দেশ ছিল এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যারিকেড সরিয়ে ‘ব্যাস কা তহখানা’-কে পুজোর জন্য প্রস্তুত করে দিতে হবে। তার পরেই শুরু হয় প্রশাসনিক তৎপরতা। সূত্রের খবর, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) সাধারণ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে ভূগর্ভস্থ ওই কক্ষ। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, দৈনিক পাঁচ দফা আরতি-পূজাপাঠ হবে জ্ঞানবাপীর তহখানায়। ভোর সাড়ে ৩টেতে ‘মঙ্গলা’, দুপুর ১২টায় ‘ভোগ’, বিকেল ৪টেতে ‘অপরাহ্ন’, সন্ধ্যা ৭টায় ‘সায়াহ্নকাল’ এবং রাত সাড়ে ১০টায় ‘শয়ন’।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১৮ নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Kole S/o. Subal Chandra Kole ও Joydeb Koley S/o. S. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫০ নং এফিডেভিট বলে Samsuddin Sk S/o. Yasin Sk ও Sk Samsuddin S/o. Sk Yasin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮০ নং এফিডেভিট বলে Koushik Adhikari ও Koushik Adhikary S/o. Brojogopal Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫১৭ নং এফিডেভিট বলে Hasan Sekh S/o. Sattar Sekh ও Md. Hasan Ali S/o. Md. S. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২২ নং এফিডেভিট বলে Debasish Dey S/o. Yudhisthir Dey ও Debashish De S/o. J. De সাং নয়াসড়াই, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

১০-১-২২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Litan Biswas ও Liton Biswas উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Litan Biswas.

নাম-পদবী

আমি Vasan Sk., S/O Kajimaddin Sekh, সাং ও পোঃ- ধোড়াদহ, থানা- থানারপাড়া, জেলা- নদীয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120180252997, Vasan Shaikh, S/O. Kajimaddin Shaikh হইয়াছে। ০১.০২.২০২৪ তারিখের তেহট্ট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিটবলে Vasan Sk., S/O. Kajimaddin Sekh ও Vasan Shaikh, S/O. Kajimaddin Shaikh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **SWAMI SHRESHTHANANDA** of Ramakrishna Math, P.O. Belur Math, P.S. Bally, Dist. - Howrah, West Bengal PIN - 711 202, have changed my full name from **"ARUP MOOKERJEE"** to **"SWAMI SHRESHTHANANDA"** from the day of my Sannyasa Diksha on 26.2.2020, vide affidavit No. C-85 sworn before the Judicial Magistrate 1st Class, Howrah on 01.02.2021.

নাম-পদবী

আমি রশনি পন্ডিত পিতা প্রয়াত অশোক সিংহ রায়, সাকিন ২৩/১৫ নাকতলা রোড, মিলেনিয়াম ফ্লোরা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা-৭০০০৪৭ (পব), ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ৬ষ্ঠ আদালত, কলকাতা সমীপে উল্লেখ্য হলফনামা নং ১৪৯/২৪ (৮৮এবি/৭৫৯৪৬৫) তারিখ ০৩.০১.২০২৪ দাখিল দ্বারা রশনি পন্ডিত এবং রশনি সিংহ রায় পন্ডিত উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে ঘোষণা করছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮ই মাঘ। শুক্রবার। সপ্তমী তিথি, জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা। বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি জোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি ।গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ । যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে- পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে । দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(স্বামী বিবেকানন্দ র শুভ ভূমিষ্ঠ তিথী ১৫২ তম)

NOTICE

IN THE 3rd COURT OF CIVIL JUDGE (JR. DIV.), MIDNAPORE
T.S. NO. 27 OF 2010

On death of **Satyabala De** her legal heirs, **Smt. Kanan Sur and others** **.....Plaintiffs**

Vs.

Srí Chandipada Batabyal and others ....Defendants

This is for the information of all concerned that Satyabala De has filed **T.S. No. 27/2010** before the 3rd Court of Civil Judge (Jr. Div.), Midnapore aginst **Sri Ahnik Kumar Batabyal, Sri Shibabrata Batabyal, Srí Bhudendu Batabyal**, all S/o Late Bankim Batabyal, all at Vill. - Gourangapur, P.O, - Balichak, P.S. - Debra, Dist. Paschim Medínipur, presently residing at- Vill. & P.O. - Madpur, P.S, - Kharagpur (L), Dist., - Paschim Medinipur as Defendant Nos, 2 to 4. The said Defendants have been avoiding service of notice. As per direction of the Ld. Court this notice is issued thereby calling upon them to appear before the Court on or before l3.03.2024 and submit if they have anything to say in respect of the instant case otherwise the instant case shall proceed exparte against them.

By order
Arun Kumar Chandra
Sheristadar
3rd Court of Civil Judge (Jr. Div.),
Paschim Medinipur,13.01.2024

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. **NIET NO. 20/15thFC TIED/DGP- I/2024, 21/15thFC TIED/ DGP- I/2024,** Last date of submission **09.02.2024 upto 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- I Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Suc. Case No. 43 of 2022
শিবানী চক্রবর্তী ও অন্যান্য
.... আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, রুবী চক্রবর্তী গত ইং ০৭.০২.২০২১ তারিখে প্লট নং ২২৩, বিবেকানন্দ রোড, হিজলী কো-অপাঃ সোসাইটি, খড়গপুরে পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত ১২৫/- টাকা পাইবার হকদার হিসাবে উক্ত দরখাস্তকারীগণ আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

Schedule

The Hijli Co-operative Development Society Ltd., P.o. Hijli Co-op. - 721306, P.S. Kharagpur (T), Dist. Paschim Medinipur. Regd. No. Mid. 62/1947.
Share Certificate
5 (thirty) Shares of Rs. 25/- each, 656 to 660 dt. 17.04.1963
Number of Shares - 5 Rs.25/- = Rs.125/-
Total = Rs.125/-

অনুমত্যানুসারে
Madan Mishra
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়গপুর

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘এক দেশ এক নির্বাচন’ নিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী সপ্তাহে দিল্লি যাচ্ছেন। ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি দিল্লি পৌঁছবেন বলে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে। ৭ তারিখ ওই বৈঠকে যোগদান ছাড়াও সংসদের অধিবেশনের ফাঁকে বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি, এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে বসতে চলেছে আগামী সপ্তাহেই। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। এখনও পর্যন্ত, ১২ টি রাজনৈতিক দল এই ধারণার বিরোধিতা করেছে এবং ১০ টি রাজনৈতিক দল এই ধারণাটি সমর্থন করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিআই(এম), ডিএমকে, এআইএমআইএম এবং আম আদমি পার্টি -সহ বিরোধী দলগুলি এই ধারণার বিরোধিতা করে কমিটির সচিব নিতেন চন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জল্পনাও প্রবল।

এদিকে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের কটাক্ষ এই বাজেট ভোটের মুখে গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। তৃণমূলের রাজ্যসভার চিফ হুইপ শুখেন্দু শেখর রায় বলেন, বিজেপির ইলেকশন ম্যানিফেস্টো এই বাজেট। লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, সম্পূর্ণ দিশাহীন এই বাজেটে মধ্যবিত্তদের কথা চিন্তা করেনি বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভার আরেক সাংসদ মালা রায় বলেন, নির্বাচনে জেতার জন্যই মহিলাদের কথা বলা হয়েছে বাজেটে। সম্পূর্ণ দিশাহীন বাজেট, রাজনৈতিক কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই নেই এই বাজেটে।

কেন্দ্রীয় বাজেট: বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষকর্তার বক্তব্য

চন্দ্র শেখর ঘোষ

মমতা বিনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর বাজেট সম্পর্কে বন্ধন ব্যাংকের এমডি ও সিইও চন্দ্র শেখর ঘোষ জানান, ‘অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট জোর দেওয়া হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উপর। এই বাজেট ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার উচ্চাশাকে পূরণ করার দিকে দেশকে এক ধাপ এগিয়ে দিল। আবাসন ক্ষেত্রের উপরে জোর দেওয়ায় সিমেন্ট, রঙ এবং ইস্পাতের মত একগুচ্ছ অনুসারী ক্ষেত্র উপকৃত হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। নারীর ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়াও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। পরিকাঠামো ও গ্রামীণ উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার ফলে ভারতের বৃদ্ধির শক্তিশালী ভিত তৈরি হবে।’ এরই পাশাপাশি ভিএফএস ক্যাপিটালের এমডি এবং সিইও কুলদীপ মাইতির বক্তব্য, ‘আজকের অন্তর্বর্তী বাজেটে অর্থমন্ত্রী গরিব, মহিলা, যুবক এবং কৃষকদের কল্যাণের উপর প্রধান জোর দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি গত এক দশকে মহিলা উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেছেন এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য ৩০ কোটি মুদ্রা যোজনা ঋণ বরাদ্দ করেছেন। এটি ভারতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রেখে আরও মহিলাদের উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে প্রেরিত করবে।’ একইসঙ্গে ‘লখপতি দিদি’ স্কিমের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি থেকে ৩ কোটি মহিলাতে উন্নীত করার সরকারের সিদ্ধান্তকেও সাধুবাদও জানান। যা মহিলাদের জন্য আর্থিক স্বাধীনতাকে প্রসারিত করবে বলেই মনে করছেন ভিএফএস ক্যাপিটালের শীর্ষকর্তা। একইসঙ্গে এই বর্ধিত পরিধি আরও বেশি নারীকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসবে, তাদের অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। সঙ্গে এও জানান, পূর্বাঞ্চলকে ভারতের প্রবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী চালক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি লক্ষণীয়। আমরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই কারণ এটি পূর্বাঞ্চলে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি করার প্রতিশ্রুতি রাখে।

এদিকে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরাম -এর সভাপতি মমতা বিনানির বক্তব্য, ‘সম্প্রতি ঘোষিত কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫ আমাদের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে জন্য যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। গত আর্থিক বছরের ভিত্তিতে এই বাজেট আমাদের সেক্টরের মধ্যে প্রবৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। গুরুত্বপূর্ণ এমএসএমই সেক্টরে, ক্রেডিট গ্যারান্টি এবং বীমা স্কিমের মতো পদক্ষেপের যেমন স্বয়ংচালিত এবং ইলেকট্রনিক্সে ক্রেডিট ইনফ্লোকে ঝুঁকিমুক্ত করার উপর জোর দেওয়া প্রশংসনীয়। এই পদক্ষেপগুলি ঝুঁকির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাকে সমাধান করে। ক্রেডিট অ্যাক্সেস আমাদের অগ্রগতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযোগী প্যাকেজ, সুদের সাবভেনশন স্কিম, এবং রিডিউসড কোল্যাটেরাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যালাইন ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছেকে ত্বরান্বিত করবে। সরলীকৃত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি, কম সম্মতি বোঝা, এবং মূলধন লাভ করের কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি এমএসএমই সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য একটি সক্রিয় পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়। ডিজিটাল কমার্স উদ্যোগের জন্য ওপেন নেটওয়ার্কের জন্য বাজেটের সমর্থন, ছাড়ের ট্যাক্স ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং ‘রাইজিং অ্যান্ড এক্সিলারেটিং এমএসএমই পারফরম্যান্স’ স্কিমের জন্য বর্ধিত তহবিল আমাদের সেক্টরের বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে আশা করা যায়। এমএসএমই মন্ত্রকের জন্য তহবিলের বরাদ্দ, আগের অর্থবছরের চেয়ে বেশি হওয়ায় তা একটি ইতিবাচক পথ নির্ধারণ করে। উপসংহারে, এই বাজেটের ব্যবস্থাগুলি আমাদের এমএসএমই- দের ভাগ্যকে পুনর্নির্মাণ করার ক্ষমতা রাখার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকীকরণ, উদ্ভাবন এবং অভূতপূর্ব বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।’

দিল্লি সফরে বঙ্গভবন ছেড়ে হোটেলে উঠলেন রাজ্যপাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেকে মনে প্রাণে বাঙালি বলে দাবি করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অথচ বাংলার সরকারি অতিথিশালা তাঁর না পসন্দ। তাই দিল্লি সফরে গিয়ে বঙ্গভবন ছেড়ে উঠলেন বেসরকারি হোটেলে। পরে তল্পিতল্পা বেঁধে চললেন নৌসেনার গেস্ট হাউজে। পূর্ব নির্ধারিত সূচির একদিন আগে বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে পৌঁছেছেন বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, যাওয়ার আগে তাঁর সচিবালয়ের তরফে বঙ্গভবনে রাজ্যপালের জন্য রুম বুক করা হয়। কিন্তু সূত্রের খবর, রাজ্যপাল বঙ্গভবনে গেলেও সেখানে থাকতে রাজি হননি। তাঁর ঘর পছন্দ হয়নি। তাই বঙ্গভবন ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে তিনি একটি হোটেলে উঠেছেন।

নয়াদিল্লিতে কনটপ্লেসের কাছে হেইলি রোডে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিশালা। নাম বঙ্গভবন। এই অতিথিশালার অবস্থানগত সুবিধা অনেক। সংসদ ভবন থেকে লুটিয়েন দিল্লির অফিস কাছারি, নয়াদিল্লি রেল স্টেশন, কনটপ্লেস;সবই খুব কাছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বরাবর দিল্লিতে গেলে বঙ্গভবনেই উঠতেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বহুবার বঙ্গভবনে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে সম্ভবত কখনও রাত কাটাননি। কারণ, নয়াদিল্লির সাউথ অ্যাভেনিউতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি বাংলোতে গিয়ে থাকেন তিনি। নয়াদিল্লিতে বঙ্গভবন খুব বিলাসবহুল না হলেও আধুনিক স্বাচ্ছন্দ সবই রয়েছে। তবে রাজ্যপালের কেন তা পছন্দ হয়নি, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। একটি সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল যে ধরনের রুম চেয়েছিলেন, সেটা তাঁকে দেওয়া হয়নি বলে তিনি থাকতে চাননি।

২০২৪-২৫ এ পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বাজেট বৃদ্ধি পেল উল্লেখযোগ্য হারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় রেল বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। একইসঙ্গে এও জানান, বিগত ১০ বছরে রেলের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে।

এই বাজেটে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪,৩৮০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫-এর বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৩ গুণ। ২০০৯-১৪-র বাজেট বরাদ্দের তুলনায় এই চলতি বাজেটে ঝাড়খন্ডে রেলের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৫২০ কোটি টাকা। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৭,২৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ওড়িশার জন্য ২০০৯-১৪-র গড় বাজেটের তুলনায় ২০২৪-২৫-এর জন্য ১০ হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৪-এ এই বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৮৩৮ কোটি টাকা। ২০০৯-১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশি।

পুদুমজি পেপার প্রোডাক্টস-এর নয় মাসে লাভের ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি

পুনে, ৩১ জানুয়ারি: পুদুমজি পেপার প্রোডাক্টস লিমিটেড (পিপিপিএল) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া সময়সীমায় সর্বোচ্চ ফলাফলের বিবৃতি প্রকাশ করেছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাস সময়কালে কোম্পানি ৪৭,৬৮১ এমটি কাগজ উৎপাদন করেছে, যা পূর্ববর্তী সময়সীমার ৪৩,৯১৮ এমটি পরিমাণের থেকে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়সীমার মোট টার্নওভার প্রায় ১ শতাংশ বেড়ে ৫৭, ৯৬৫ লক্ষ টাকা (৫৭,৫৯৭ লক্ষ টাকা) হয়েছে। ইবিআইডিটিএ ২৪ শতাংশ বেড়ে ৯,৫৫১ লক্ষ টাকা হয়েছে (গত বছরে ৭,৭০৩ লক্ষ টাকা ছিল)। করের আগে মোট লাভ ২৫ শতাংশ বেশি দেখানো হয়েছে, যার পরিমাণ ৮,১৬১ লক্ষ টাকা (৬,৫২৩ লক্ষ টাকা)। কোম্পানি ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজের লাভ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে।

‘ফ্লেভারস অফ ইন্ডিয়া’: ভারতীয় রান্নার স্বাদ তুলে ধরলেন ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মশলার খোঁজেই একদিন সুদূর ইউরোপ থেকে লোকজন স্থলপথে এসেছিল ভারতে, সেই মশলার গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে তারা আবিষ্কার করেছে একের পর এক জলপথ। নানা মশলার মিশেলে এবার নতুন রান্না করলেন হবু শেফরা। গ্লোবালাইজেশনের ধাক্কায় হারাতে বসা নানা রান্না নতুন করে প্রাণ পেল তাঁদের হাতের ছোঁয়া। ‘বেটার কিচেন’ পত্রিকার উদ্যোগে এরাজ্যের দুর্গাপুরে হয়ে গেল এভারেস্ট বেটার কিচেন কুলিনারি চ্যালেঞ্জ বা এভারেস্ট বিকেসিসি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হোটেল ম্যানেজমেন্টের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা সেমিফাইনালের গণ্ডি পার করলেন, ফাইনালের জন্য তাঁদের যেতে হবে মুম্বই।

দুর্গাপুরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান এনএসএইচএম-এ এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ‘ফ্লেভারস অফ ইন্ডিয়া’ - মানে ভারতের রান্নাবান্নার আস্বাদ। তাতে ছাত্রছাত্রীদের হাতের গুণে অনেকেই আস্বাদ নিয়েছেন ঠাকুমা-দিদিমার হাতে খাওয়া রান্নার।

শুধু রান্না করে মন মাতানো নয়, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগামী দিনের শেফরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। বিভিন্ন প্রদেশ ও ঘরানার রান্নার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারেন। এভারেস্ট বিকেসিসি সেশন ৫-এর বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ফর্চুন হোটেলের এগজিকিউটিভ শেফ দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেফ দীপনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রতিযোগীদের উপকরণ ব্যবহারের কৌশলের তাঁরা প্রশংসা করেন।

সেশন ৫ মোট ১৫টি শহরজুড়ে হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে লখনউ, দুর্গাপুর, চণ্ডীগড়, দেরাদুন, দিল্লি এনসিআর, ইন্দোর, কোট্টায়ম, বেঙ্গালুরু, জয়পুর, পুণে, পাটান, মুম্বই, কোলাপুর ও গোয়া। প্রতিটি শহরের চ্যাম্পিয়নরা মার্চের ২৯-৩০ তারিখ চূড়ান্ত পর্যায়ে রান্না করবেন মুম্বইয়ে।

এই প্রতিযোগিতায় পাশে রয়েছে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি, উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগ, ইন্ডিয়া কুলিনারি ফোরাম,ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া শেফস অ্যাসেসিয়েশন, শেফস অ্যাসোসিয়েশন অফ ফাইভ রিভার্স, বারানসী শেফস অ্যাসোসিয়েশন, তেলাঙ্গানা সেফস অ্যাসোসিয়েশন।

‘বেটার কিচেন’ পত্রিকার প্রকাশক একতা ভার্গব মনে করেন, এই প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিযোগিরা আরও বেশি করে ভারতীয় রান্নার ব্যাপারে আগ্রহী ও দক্ষ হয়ে উঠবেন। একই সঙ্গে তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় খাবার ও রন্ধনপ্রণালীও জনপ্রিয় করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।

এই সব প্রতিযোগিতায় সারা দেশের মধ্যে যিনি চ্যাম্পিয়ন হবেন তিনি ইউএসএ শেফ এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রামে ৫৭৫০ মার্কিন ডলার স্কলারশিপ পাবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পাবেন যথাক্রমে ১০০০ ও ৭৫০ মার্কিন ডলারের স্কলারশিপ। সঙ্গে এভারেস্ট বিকেসিসি-এর ইন্টারন্যাশনাল প্লেসমেন্ট অ্যান্ড স্টাডি অ্যাব্রোড পার্টনার, উইজডম কেরিয়ার এবং এডুকেশনের সহায়তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরের ইন্টার্নশিপ প্লেসমেন্ট পাবেন। এনআইএইচটিএম দুর্গাপুর এনএসএইচএম নলেজ ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ ডঃ মিলিন্দ মনে করেন, জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের আরও মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। এই সিজিন যত বেশি করে হবে ছাত্রছাত্রীরাও তত বেশি সুযোগ পাবে।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৮ মাঘ ১৪৩০ শুক্রবার

আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক সুষ্ঠু পরীক্ষায় জারি নিয়মবিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। চলতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে ৯ লক্ষ২৩ হাজার ১৩ জন পরীক্ষার্থী। ছাত্রের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৯৯৪। ছাত্রীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৭০ হাজার১৯ জন। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২ হাজার ৬৭৫ টি। এছাড়াও এই পরীক্ষা ঘিরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কন্ট্রোল রুমের নম্বর- ০৩৩-২৩৫৯২২৭৭ এবং বাকি নম্বর ০৩৩-২৩৫৯২২৭৮।

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশ কয়েকটি নতুন নিয়ম এসেছে। যেমন এগিয়ে এসেছে পরীক্ষার সময়ক্ষণ, তেমনই রয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কড়া ব্যবস্থাও। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলে প্রবেশের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ কিছু নিয়ম। গত কয়েক বছর ধরেই মাধ্যমিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে এসেছে। তাই এবার প্রথম থেকেই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে পর্ষদ। যার জন্য প্রশ্নপত্রের প্রতিটি পাতায় ক্রমিক নম্বরের কোড লুকনো থাকবে। কোনও পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের ছবি তুললে সেই ছবি দেখে বোঝা যাবে কে ছবিটি তুলেছে। আর তা ধরা পড়লেই ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা এই বছরের জন্য পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাবে। পরীক্ষা শুরুর আগে পরীক্ষার্থীদের গোটা বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্য পরিদর্শকদের নির্দেশ দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সম্প্রতি এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পর্ষদ। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সকাল ৯ টা ৪৫ থেকে। আর পরীক্ষা শেষ হবে বেলা ১ টায়। এর আগেই পর্ষদ জানিয়ে দিয়েছে, এই পরীক্ষার সময় অনুযায়ী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সকাল ৮ টার মধ্যে স্কুলে আসতে হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতেও নয়া নিয়ম জারি হয়েছে। প্রশ্নপত্রের উপর লেখা থাকবে সিরিয়াল কোড। সেই সিরিয়াল কোড উত্তরপত্রে লিখতে হবে। অ্যাটেনডেন্স শিটেও লিখতে হবে সমস্ত তথ্য। মোবাইল নিয়ে প্রবেশ নিষেধ।

এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য জেলায় জেলায় ভোর সাড়ে ৫ টা থেকে শুরু হবে পরিবহণ পরিষেবা। যেহেতু পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনা হয়েছে, তাই পরীক্ষার্থীদেরও সকালেই বের হতে হবে। জেলাগুলিতে সরকারি বাস চলাচলের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় মিলতে চলেছে বিশেষ বাস পরিষেবা। আর রেলের ক্ষেত্রে জানানো হয়েছে, শিয়ালদহ ডিভিশনে বনগাঁ ও মেইন লাইনের বিভিন্ন হল্ট স্টেশনে ট্রেন থামবে।

এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি নিয়ম- পরীক্ষার্থীরা সঙ্গে নিতে পারবেন কলম, অ্যাডমিটকার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। সঙ্গে নেওয়া যাবে স্বচ্ছ রাইটিং বোর্ড। এছাড়াও প্রশ্নপত্রে থাকা সিরিয়াল নম্বর উত্তর পত্রে লিখতে হবে।

পর্ষদের তরফ থেকে খোলা চিঠি দেওয়া হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের। তাতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা যদি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে আসেন, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। পরীক্ষা বাতিলের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে এই বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হতে বলা হয়েছে। শুধু মোবাইল-ই নয়, পরীক্ষার হল-এ নিষিদ্ধ কোনও জিনিসই আনা যাবে না।

আদালতের সম্মতি, করুণাময়ীতে ধরনায় বসলেন টেট উত্তীর্ণরা

—ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সামনে ধরনায় বসল ২০২২ সালের প্রাইমারি টেট পাশ ডিএলএড ঐক্যমঞ্চ। সূত্রের খবর, ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে অবস্থান ও ধরনা।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের টেট পাস চাকরিপ্রার্থীরা এতদিন শুধুমাত্র হাজরা মোড় অভিযান বা মধ্য কলকাতায় মিছিলের মধ্যেই তাঁদের প্রতিবাদ করে আসছিলেন। গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘোষণা করেন, এবার তাঁরাও স্থায়ী ধরনা মঞ্চ করে সেখানে চাকরির দাবিতে অবস্থান করবেন। বিকাশ ভবনের কাছাকাছি কোনও একটি জায়গায় তাদের ধরনা মঞ্চ করতে দেওয়া হোক, এই আবেদনে পুলিশের কাছে তারা লিখিত আকারে তাদের অনুমতি চান তাঁরা। তবে এই আর্জি খারিজ করে দেয় পুলিশ। এরপরই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালত ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের এই জায়গায় ধরনায় বসার অনুমতি দেয়। এদিকে, শুক্রবার থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে তারা পরীক্ষা চলাকালীন কোনও মাইকিং বা স্লোগান দেবেন না বলেই আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, শীর্ষ আদালতে নিয়োগের জট কেটে গিয়েছে। রাজ্য সরকারও জানিয়েছে, ৫০ হাজার শূন্য পদ আছে। তাও কেন তাঁরা ইন্টারভিউ বা নিয়োগপত্র হাতে পাচ্ছেন না? এর প্রতিবাদে বিকাশ ভবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তাঁদের এই ধরনা।

বিজেপি নেতাকে অপহরণ করে খুনের মামলায় এনআইএকে যুক্ত করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩ সালের ১ মে। নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতাকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছিল গোটা রাজ্যে। সেই খুনের মামলা এখন চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলায় এবার এনআইএ-কে যুক্ত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, এর আগে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ বিজেপি নেতাকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় এসডিপিও-কে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাজ্যের তরফে সেই ঘটনায়, বোমা পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে চার্জশিটে কোথাও বোমা উদ্ধারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, চার্জশিট থেকে বাদ পড়েছে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তের নামও। যার বিরুদ্ধে মূলত অভিযোগ ছিল, সেই মূল অভিযুক্তও বর্তমানে জামিনে মুক্ত। এমন অবস্থায় এবার হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, মামলার সঙ্গে এনআইএ-কে যুক্ত করার জন্য। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

উল্লেখ্য, ময়নার বিজেপি বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইঞা খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল গোটা রাজ্যে। প্রশ্ন উঠেছিল রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। বিশেষ করে ভোটের আগে এমন একটি ঘটনায়, শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে নাগাড়ে সুর চড়িয়েছিল বিরোধীরা। ঘটনার আঁচ গিয়ে পড়েছিল রাজধানীতেও। দিল্লি থেকে ময়নায় ছুটে এসেছিল জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের প্রতিনিধি দল।

কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ রুখতে কড়া আইনের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেআইনি নির্মাণ রুখতে এ বার কড়া আইনের পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার। আসন্ন বাজেট অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী বিল পাশ করা হবে বলে সূত্রের খবর। গত কয়েক বছরে কলকাতা শহরে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ নিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ জমা পড়েছে পুরসভায়। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সপ্তাহিক কর্মসূচি 'টক টু মেয়র'-এও বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে প্রায়শই। সেই সব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই বদল হতে চলেছে কলকাতা পুরসভার 'বিল্ডিং' আইন।

কলকাতা শহরের বেআইনি নির্মাণ রুখতে আসন্ন বাজেট অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী বিল পাশ করা হবে বলে বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে খবর। নতুন আইন প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, '২০০৯ সালে বামফ্রন্টের বিকাশ ভট্টাচার্য মেয়র থাকাকালীন শেষ বার আইনে বদল আনা হয়েছিল। শহরের পরিবেশ ও চরিত্র দুয়েরই বদল হয়ে গিয়েছে। বর্তমান আইনে নিত্য নতুন সমস্যা, জটিলতা সামনে আসছে। এ ক্ষেত্রে যেমন পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে আইন মেনে বাড়ি বানাতে পারছেন না নাগরিকরা। তেমনই সেই সুযোগে বাড়ছে অবৈধ নির্মাণের প্রবণতা। আবার পুরনো আইনের ফাঁক গলেও বেআইনি কাজ হচ্ছে। তাই নতুন আইন তৈরি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।' নতুন আইন তৈরি হয়ে গেলে পুরসভাও বেআইনি নির্মাণ রুখতে হাতে বড়সড় অস্ত্র পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আগামী সোমবার থেকে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। অধিবেশন চলতে পারে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এই সময়কালেই সংশোধনী বিলটি পেশ করা হবে।

বৃষ্টি চলবে শনিবার পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরের উপর একটি উচ্চচাপ বলয় তৈরি হয়েছে। আর সেখান থেকেই বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্প এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। যার ফলেই বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা রাজ্যে। ফলে শুক্রবারও সারাদিন আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই। জানাল আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক জেলায় হাল্কা বৃষ্টি চলবে, এমনটাই পূর্বাভাস। শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়ার এই অবস্থায়ই থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে সর্বত্র বৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না।

একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতর সূত্রে এও জানানো হয়েছে, বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি বেশি। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাঘুরি করবে। সঙ্গে জানানো হয়েছে, রাজ্যে আর বেশিদিন শীত স্থায়ী হবে না।

উত্তরে জেলাগুলিতেও বৃষ্টির প্রভাব থাকছে। তীব্র শীতের মাঝে বৃষ্টি হবে উত্তরে এমনটাই জানা গিয়েছে। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গের বাকি সমস্ত জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

যাদবপুরে ছাত্রীর মৃত্যুতে তদন্ত বিস্ফোরক অভিযোগ মৃতার মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি (আইসিসি)। তদন্ত চলাকালীন অন্যতম অভিযুক্ত এক ছাত্রকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে বারণ করা হয়েছে। দৃষ্টিহীন ওই ছাত্র ক্যাম্পাসের হস্টেলে থাকেন। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সেই বৈঠকে ছিলেন সহ-উপাচার্য। এই ঘটনায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে বলে খবর।

এদিকে অভিযোগ উঠছে, মূল অভিযুক্ত অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র অসহযোগিতা করছেন তদন্তে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী তদন্ত কমিটি অর্থাৎ আইসিসি ওই ছাত্রকে উপস্থিত হতে বললেও তিনি এখনও হাজির হননি বলেই সূত্রের খবর। এমনকী, ঘনিষ্ঠ মহলে ওই ছাত্র জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।

এদিকে মালবাজারের ওই ছাত্রীর মায়ের তরফে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ করা হয়েছে মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মৃত ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ, 'ওই ছেলেটি নাটক করছে। মিথ্যা কথা বলছে অভিযুক্ত। আমাদের কাছে সমস্ত প্রমাণ রয়েছে বলেই ওর নামে অভিযোগ করেছি।' কী অভিযোগ করেছেন? ছাত্রীর মায়ের দাবি, 'আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের পর সুযোগ নিয়েছে ও (অভিযুক্ত যুবক)। আমার দৃষ্টিহীন মেয়ের কাছ থেকে টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে বারবার।' মৃত ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ, 'আমার মেয়েটা ওর জন্য মরতে বাধ্য হয়েছে! শুধু শারীরিক নির্যাতন নয়, ক্রমশ মানসিক নির্যাতন চালাত ওই ছেলেটি।'

মেয়ের মৃত্যুতে র‍্যাগিং -সহ একাধিক অভিযোগ এনেছেন ছাত্রীর মা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের সম্মানের কথা ভেবে কিছু বলিনি। ওই ছেলেটি বারবার এমন অত্যাচার করেছে, আমার মেয়েটা অকালে শেষ হয়েছে সেই কারণেই। এটাও তো খুন! ও যে পরোক্ষভাবে আমার মেয়েকে খুন করেনি, অর্থাৎ মরতে বাধ্য করেনি, এটাও বলব কী করে?'

হাসপাতালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ হয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরুপা দেবী। বৃহস্পতিবার, ১ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ডাক্তারি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের মা।

সৌরভের দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'দুপুরের দিকে মা শারীরিকভাবে অস্বস্তিবোধ করছিল। আমরা দ্রুত ইসিজি করাই। সেই ইসিজি রিপোর্ট ভালো আসেনি। তাই সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাই। অবস্থা আগের থেকে স্থিতিশীল।' এর পর সিএবি সভাপতি ফের যোগ করেন, 'স্টেন্ট বসানো হতে পারে। ডক্টর আফতাব খানের তত্ত্বাবধানে আছেন আমাদের মা।'

বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের শীর্ষকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ হয়েছে। বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন। তাঁর কথায়, 'বাজেটে বেশ কিছু জিনিস মাথায় রাখা হয়েছে। আমরা যদি গয়নার ক্ষেত্রের দিকে তাকাই, তবে আমরা দেখতে পাব যে পরিকাঠামো, ভারতকে আন্তর্জাতিক উৎপাদন শক্তি কেন্দ্র, কৃষিক্ষেত্র, মহিলা ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দিকে নজর দেওয়া, নতুন প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং অর্থনীতির বিকাশে পূর্ব ভারতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

একইসঙ্গে তিনি এও জানান, তাঁর ধারণা, এটি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এবং সংস্থার জন্য খুব ভাল কাজ করবে এবং আমরা আশা করি যে এই দীর্ঘ মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি খুব শীঘ্রই কার্যকর করা হবে।

মন্দিরের গাছ কাটা ঘিরে উত্তেজনা নৈহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মন্দিরের গাছ কাটা ঘিরে বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়াল নৈহাটি ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে কাঠ বোঝাই মোটর ভ্যানটিকে আটক করে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, বহু প্রাচীন নৈহাটি ফেরিঘাট সংলগ্ন গঙ্গার তীরবর্তী ব্রহ্মময়ী কালি মন্দির। সেই মন্দির কম্পাউন্ডে ছিল অতি প্রাচীন একটি বড় কাঁঠাল গাছ। অভিযোগ, বন দপ্তরের অভিযোগ ছাড়াই এদিন বিকেলে মন্দির কর্তৃপক্ষ কাঁঠাল গাছটিকে কেটে ফেলেছে। এদিকে গাছ কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকার মানুষজন সরবও হন। গাছা কাটাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মন্দির চত্বরে। উত্তেজনার খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে কাঠ বোঝাই মোটর ভ্যানটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর ঘোষ বলেন, মায়ের মন্দির সকলের। কিন্তু বহু প্রাচীন ফলন্ত কাঁঠাল গাছটিকে কেটে ফেলেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির কমিটির সদস্য পার্থ সারথি কুন্ডুর দাবি, গাছটি ক্রমশ জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। উন্নয়নের স্বার্থে রেজুলেশনের ভিত্তিতে গাছটিকে কাটা হয়েছে। যদিও বন দপ্তরের অনুমতি নেওয়া হয়নি। পার্থসারথিবাবু জানান, যেখানে গাছটি যেখানে ছিল, সেখানে রাধা কৃষ্ণ ও বজরংবলীর মন্দির গড়া হবে। তাছাড়া পুণ্যার্থীদের বসবার স্থান তৈরি করা হবে। তার দাবি, অকেজো ওই গাছটির পরিবর্তে নিম গাছ ও বেল গাছ লাগানো হবে।

কলকাতার নামী হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ছড়াল আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিদেন, কলকাতা: শেক্সপিয়ার সরণি থানা এলাকায় থিয়েটার রোডে একটি নামী চারতারা হোটেলে আগুন লাগল বৃহস্পতিবার। হোটেল থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হতে দেখেই শোরগোল পড়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন হোটেলের আবাসিকরা।

এদিন দুপুরে আচমকাই হোটেলের একটি অংশ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরতে দেখেন অনেকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। হোটেলের অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জাম ব্যবহার করেই প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। হোটেল থেকে আবাসিক এবং কর্মীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলেই খবর। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় শেক্সপিয়ার থানার পুলিশও। ঠিক কীভাবে এবং হোটেলের কোন অংশ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল বাহিনী।

নিজাম প্যালেসে সিবিআই-দপ্তরের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিবিআই-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীর আচমকা মৃত্যু। নিজাম প্যালেসের ১৪ তলায় সিবিআই দপ্তর। বৃহস্পতিবার ওই পুলিশকর্মী সেখানেই ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মীর আজাদ আলি। কলকাতা পুলিশের প্রথম ব্যাটেলিয়নে কর্মরত ছিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ওই পুলিশকর্মীকে শৌচাগারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই পুলিশকর্মীকে হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা নিজাম প্যালেস সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই

পুলিশকর্মীকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। পুলিশই ওই কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের শিক্ষা-সহ একাধিক নিয়োগ 'দুর্নীতি'র ঘটনায় তদন্ত করছে সিবিআই। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে চলছে তদন্ত। নিজাম প্যালেসে সিবিআই দপ্তরে তদন্তের স্বার্থে একাধিক ব্যক্তিকে তলব করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তদন্ত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি, তথ্যপ্রমাণও সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে সেখানে। ফলে সিবিআই দপ্তরের নিরাপত্তাও আঁটসাট। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, শারীরিক অসুস্থতার কারণেই ওই পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

ব্যালান্স বাজেট, জানালেন ইমামি রিয়্যালিটির শীর্ষকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশের পর ইমামি রিয়্যালিটির এমডি এবং সিইও ড.নীতেশ কুমার জানান, এটি উন্নত ভারতের জন্য একটি ইতিবাচক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভারসাম্যমূলক বাজেট। এই বাজেটে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে আবাসন প্রকল্পে অননুমোদিত কলোনি, বস্তি এবং ভাড়া করা বাড়ির বাসিন্দাদের তাদের বাড়ি কেনার বা নির্মাণের অনুমতি দেয়। এদিক থেকে রিয়েল এস্টেট বাজারের জন্য এই বাজেট ইতিবাচক।

একইসঙ্গে এও জানান, এই বাজেটের উদ্দেশ্য হল, তাদের নিজেদের ঘর নির্মাণ করা অথবা কেনার কাজকে সহজতর করা। বিগত চার বছরে সরকার মূলধনি বিনিয়োগ বাড়িয়ে ১১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বাজেটের এই বৃদ্ধি লাভজনক, কারণ এটি আরও বিনিয়োগ এবং দেশের অবকাঠামো নির্মাণে উৎসাহিত করবে। একটি দেশের বিকাশের এবং বিকাশের ক্ষমতার জন্য অবকাঠামো অপরিহার্য কারণ এটি উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধি করে, কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করে এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। সব মিলিয়ে এটি একটি ব্যাল্যান্স বাজেট।

সম্পাদকীয়

একটা আইন সংশোধনের কারণ 'ধর্ম' হতে পারে?

সংসদের বাজেট অধিবেশনের মধ্যেই কোনও একদিন সিএএ আইনের ধারাগুলি সংসদে পাশ করিয়ে নিতে পারে সরকার পক্ষ। যেহেতু বিরোধী পরিচালিত একাধিক রাজ্য সরকারের সিএএ চালু করতে আপত্তি রয়েছে, তাই আবেদন করা থেকে নাগরিকত্বের শংসাপত্র দেওয়ার সব কাজটাই হবে অনলাইনে। একটি সূত্রের দাবি, এবার জুজু দেখানো নয়, সিএএ চালু হল বলে। কিন্তু একটা আইন সংশোধনের কারণ কখনও 'ধর্ম' হতে পারে! দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সত্ত্বেও বেপরোয়া মোদি সরকার সেটাই করেছে। সিএএ সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, মুসলিম অধ্যুষিত আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে যাঁরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তবে সকলকে নয়। নাগরিকত্ব পাবেন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, শিখ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আশ্রিত নাগরিকরা। এই আইনের আওতায় কেন মুসলিম সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষদের যুক্ত করা হবে না, সেই সঙ্গত প্রশ্নটি উঠেছে। দ্বিতীয়ত, যাঁরা ইতিমধ্যেই দেশের 'নাগরিক', যাঁদের ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড রয়েছে, যাঁরা ভোট দেন; তাঁদের কেন নতুন করে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে? এই কারণেই সিএএ-র বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল দেশে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ফের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, হিন্দুভোটের মেরুকরণের লক্ষ্যে বিজেপি এটা করতে চাইছে। কিন্তু মতুয়া, রাজবংশী সকলেই নাগরিক। বাংলায় এই আইন কার্যকর করতে দেওয়া হবে না বলেও অতীতে বহুবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। সুতরাং এবার সেই চেষ্টা হলে বাংলা তো বটেই, গোটা দেশে ফের আগুন জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। এটা জেনেও কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠীই আগুন নিয়ে খেলবেন কি না; সেটাই দেখার। যদিও রাজনীতির কারবারিদের মতে, রাজনীতিতে উপযুক্ত সুযোগ ও সময় বলে একটা প্রচলিত কথা আছে। চার বছর আগে সিএএ আইন তৈরি হয়ে গেলেও তা চালু করা যায়নি এই কারণেই। কিন্তু এবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, এখন সময় ও সুযোগ অনুকূল বলে মনে করছে বিজেপি। প্রথমত, রামমন্দির উদ্বোধনের পর ভোটের রাজনীতিতে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। দ্বিতীয়ত, নীতীশ কুমারের শিবির বদল অর্থাৎ পাল্টি খাওয়ার বিষয়টা বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের কাছে একটা বড় ধাক্কা। ইন্ডিয়া জোট সাত মাস ধরে আসন সমঝোতার কথা বললেও এখনও টেস্ট ম্যাচের গতিতে খেলছে তারা। পরিস্থিতি যা, তাতে আগামী দিনে জোটের অভ্যন্তরীণ বিবাদ যে আরও মাথাচাড়া দেবে না; এ কথাও হলফ করে বলা যায় না। তৃতীয়ত, বিজেপি এবার ৪০০ আসন দখলের টার্গেট নিয়েছে। এই সিএএ চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারবার নাগরিকত্বের দাবিদার মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের আসনগুলিতে ভালো ফল করেছে বিজেপি। সুতরাং এবার এই আইন কার্যকর নাহলে মতুয়ারা তাদের দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারে। তাতে তাদের আসন কমতে পারে। অমিত শাহরা মনে করছেন, সব দিক দিয়েই পরিস্থিতি এখন বিজেপি'র 'অনুকূলে'। অতএব, সিএএ কার্যকর করার আদর্শ সময় এটাই।

মোবাইলের তীব্র আসক্তি ও বিভীষিকা
রাতের ঘুমই কেড়ে নিচ্ছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে বাড়ছে, তার চেয়েও তার তীব্র আসক্তি জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে সব-পেয়েছি দেশের হাতছানি, অন্যদিকে তার আতঙ্ক জাগানো বিভীষিকা রাতের ঘুমই কেড়ে নিচ্ছে!

স্বয়ং সেলফোনের জনক মার্টিন কুপার তাঁর আবিষ্কার নিয়েই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে সেলফোনের মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহারে তাঁর আফশোস যেন,'কেন যে মোবাইল আবিষ্কার করলাম!' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর সেলফোন আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে। ১৯৭৩-এর ৩ এপ্রিল মার্টিন কুপার প্রথম মোবাইল কলে ফোন করেন, তিনিই তার স্রষ্টা। বিগত পঞ্চাশ বছরে মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে আবিষ্কারকের তুষ্ট হওয়ার চেয়ে অনুশোচনাই তাঁকে বিব্রত করেছে। আসলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মোবাইল আসক্তি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কর্মবিমুখ মনে সারাক্ষণ মোবাইল ফোনে বুঁদ হয়ে থাকার প্রবণতায় মার্টিন কুপার সখেদ অভিমত নানাভাবেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। রাস্তা পার হওয়ার সময়ও মোবাইলের স্ক্রিনে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এতে অসংখ্য পথচারীর মৃত্যুতেও হুঁশ না ফেরার কথা বলে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেল মারে অফিসে বসে ৯৪ বছর বয়সী মার্টিন কুপার আসলে মোবাইলের ভয়াবহ পরিণতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার বাসনায় যখন মুঠোফোনের মধ্যে বর্ণরঙিন হাতছানি দেয়, তখন তার মনোহরা আতিথ্যের তীব্র আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই আসক্তিতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নখদর্পণে বিশ্বদর্শনের কল্পনা যেমন মুঠোফোনে বাস্তবায়িত হয়, তেমনই সুবর্ণ সুযোগের মোহে দিশেহারা পথিককে বিপথগামী করে তোলে। আশ্রয় যখন প্রশ্রয় হয়ে ওঠে, তখন পরনির্ভরতা আপনাতেই বেড়ে যায়। প্রশ্রয় যখন পরম নির্ভরতা লাভ করে,তখন প্রতিবন্দিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুঠোফোনের বহুমুখী আশ্রয়,প্রশ্রয় ও তার পরম নির্ভরতায় সেই প্রতিবন্ধী প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবেই সবুজ ও সজীবতা লাভ করে। সেখানে রিয়াল ওয়ার্ল্ডের বিমুখতাই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডকে আপন করে তোলে। কেননা তাতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার হরেক আয়োজন, রকমারি আমন্ত্রণ,বিচিত্র প্রকাশের আকাশ অবিরাম হাতছানি দিয়ে চলে। এভাবে মুঠোফোনের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে বা সোস্যাল মিডিয়া গড়ে উঠেছে। ফেসবুক,হোয়াট্সআপ, ইউটিউব, টুইটার,ইনস্টাগ্রাম, নেটফ্লিক্স, লিঙ্কএড আরও কত কী! সেখানে ফেসবুকের রাজত্ব সারা পৃথিবী জুড়ে। অথচ তার মধ্যেও অন্ত্যজ অন্ধকারের ভয়াবহ পরিণতি ওৎ পেতে থাকে। মার্টিন কুপারের অসুখী অনুশোচনা সেখানেও সমান সক্রিয়, বিস্তারও বেপরোয়া।

সোস্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকের জুড়ি মেলা ভার। আমজনতার মুখপত্র থেকে মুখপাত্র সব ভূমিকাতেই তার দিগন্তবিস্তারী মোহময়ী হাতছানি। সবার সমান সমাদর, সকলের সমান সুযোগ। ফেসবুকের এই গণতান্ত্রিক বিস্তারই তার মূলধন। সেখানে বয়সে বা সম্পর্কে যে যাইহোক, সকলের একটাই পরিচয় সবাই সবার বন্ধু। এরকম উদার আকাশে সকলেই স্বচ্ছন্দে ইচ্ছেডানা মেলে দিতে পারে, পাড়ি দিতে পারে দেশ-দেশান্তরে। শুধু তাই নয়, ইচ্ছেমতো নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ,নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার অবকাশ। আবার তাতেই প্রতিবাদ করার বা জানানোর, সহমত পোষণের বা বিরোধিতার কত বিচিত্র আয়োজন! লাইক কমেন্ট,ইমোজি,ছবি,ভিডিও কত ভাবেই তার ভাব প্রকাশ পায়। সেলিব্রিটিদের মতো নিজেকে দেখানো, শুভেচ্ছা জানানো সবই সচিত্র আপডেটে এলাহী আয়োজন। প্রতি মুহূর্তে সবার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার উন্মুক্ত পরিসরই শুধু নয়,অন্যকে চেনাজানার আনন্দবাজার তার পরতে পরতে। নিঃসঙ্গতার রুদ্ধ দুয়ার খুলে বন্ধুত্ব যাপনের অনন্ত অবকাশ তার হাতের মুঠোয়। দেখা-দেখানো, শোনা-শোনানো, জানা-জানানোর নিত্যনতুন উৎসব তার লেগেই আছে। কথাযাপনের পথ বেয়েই তার শিল্পসাহিত্যের চর্চা,লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচার সবকিছুই একই আধারে,একই পরিসরে। বিনে পয়সায় প্রীতিভোজের আনন্দ তার অবয়ব জুড়ে। সেখানে আধুনিক জীবনে ভোগবাদী মানুষের নিঃসঙ্গতার হাহাকার শোনা যায় না, বরং নিঃসঙ্গতা যাপনের বিচিত্র ও বিপুল আনন্দ উদযাপনের মোহ মনকে আবিষ্ট করে রাখে অবিরত। সময় যে কীভাবে চলে যায় তার সঙ্গে কেউ বুঝতেই পারে না। বিস্ময়কর হাতছানি এই ফেসবুকের। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের একাকিত্বে ফেসবুকই জনসংযোগে বিকল্প সমাজের হাতছানি জাগিয়ে তোলে। কোনো শাসন নেই, চোখ রাঙানি নেই, মেনে চলার বালাই নেই তার। উল্টে অবাধ স্বাধীনতা,অবারিত উপভোগের হাতছানি। শুধু তাই নয়, কোলাহলমুখর আমজনতার মাঝেও নীরবে নিভৃতে একান্ত আপন করে খুঁজে পাওয়ার বর্ণরঙিন মানসদর্পণ।

বাইরের চোখ যখন বন্ধ হয়ে আসে, মনের চোখে তখন ফেসবুকে জেগে ওঠে। এভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়ার অকল্পনীয় আনন্দ স্বাভাবিক ভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপামর জনতার মধ্যে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠে ফেসবুক। তার নিজস্ব ফেস না থাকলেও অন্যের ফেসের ভ্যালু দেয়,বুক না হলেও বুকের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে। সবদিক থেকেই তার বিপুল জনপ্রিয়তায় সংবাদ মাধ্যমও তাতে জুড়ে গেছে। সেখানে তাৎক্ষণিক প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ায় আজ ফেসবুকের দেওয়ালে সবার নজর। সেদিক থেকে বিশ্বায়নের ভুবনগ্রামের নিবিড় হাতছানি আজ ফেসবুকের সংযোগে আরও কাছের মনে হয়। সংবাদপত্রের চেয়েও তার তীব্র গতি,পাঠকের সংখ্যাও তার বিপুল। অন্যদিকে চব্বিশ ঘন্টাই তার সচল ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে সামিল করার অনন্ত অবকাশ। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অবিরত ও অবারিত অভূতপূর্ব সুযোগে ফেসবুকের নীরবে সরব প্রকৃতি আপনাতেই মুখর। বাইরের প্রতিকূল জগৎই তার ভার্চুয়াল জগতে আরও আন্তরিক করে তুলেছে। ঘরের দরজা বন্ধ হলেও মনের দরজায় ফেসবুকের সচল হাতছানি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এজন্য একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে সারা পৃথিবী জুড়ে করোনার সর্বব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যেই তার প্রভাব আরও তীব্র ভাবে লক্ষ করা যায়।

২০২০-এর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে যখন চারিদিকে ঘরের দরজাজানলা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, মনের জানালায় আলোর অভাব জাঁকিয়ে বসেছিল, তখন ফেসবুকের সদর দরজা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাদের। ফেসবুকে যে অবারিত দ্বার। মনের পৃথিবী ফেসবুকে মিশে গেল। বাইরের দৃষ্টি তখন ফেসবুকের সচল প্রবাহে ভেসে চলেছে। যার কেউ নেই, তার ভগবান থাকার মতোই ফেসবুকে স্বপ্নবিলাস। কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কোথাও। আর এখানেই তার ট্র্যাজেডির বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচারিতার মিলিয়ে যায়,তখন তার বিকার ও বিকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরার, তুলে ধরার, খুলে বলার নিবিড় হাতছানিই শুধু অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিষম প্রতিযোগিতাকে বয়ে আনে না, সেই তীব্র বিষম প্রতিযোগিতায় হারিয়ে যাওয়ার অবকাশও রচনা করে। ফেসবুকের খুল্লামখুল্লা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচার,আত্মপ্রচার,অপপ্রচার,বিচারের নামে অবিচার, কুৎসা-নিন্দা প্রভৃতির আচার পেয়ে বসে। শুধু তাই নয়, দেখনদারির ঠেলায় দেখাদেখির খেলা জমে যায়। ফেসবুক হয়ে ওঠে ফেকবুক, আত্মপ্রকাশ হয়ে যায় আত্মবিকার। কারও কাছে তা 'ফেয়ার এণ্ড লাভলি', আবার কারও কাছে 'ফিয়ার এণ্ড ফায়ার'। লাইকের অভ্যাসে মৃতের প্রতি শোকের পরিবর্তে তার মৃত্যুতেই লাইক পড়ে, দুঃসংবাদেও লাইকের ছড়াছড়ি। ফেক নিউজের ঠেলায় প্রতারণা শিকার হওয়া তার দৈনন্দিন ব্যাপার। সহজ বন্ধুত্বের সুযোগে যেমন কত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনই গড়ে তোলা সম্পর্কও বাস্তবের মাটিতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আত্মবিজ্ঞাপনে আসল-নকল চেনাই দায় সেখানে। ফলে সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস,অবিশ্বাস থেকে মনের বিকার স্বাভাবিক হয়ে আসে। অন্যদিকে ইচ্ছে মতো প্রকাশ করার সুযোগে দুর্যোগ নেমে আসে। অতৃপ্ত মনের কামনা-বাসনা আর লালসার আবর্জনার স্তূপে মনের মন্দিরটি আপনাতেই ঢাকা পড়ে যায়। প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার হিসেবে গড়মিল তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। চাহিদার চাপে ফেসবুকেও যন্ত্রণার আর্ত চীৎকার শোনা যায়। সেক্ষেত্রে তার মধ্যে অতৃপ্ত মনের পূতিগন্ধময় ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ তাই অস্বাভাবিক মনে হয় না। সেখানেই শেষ নয়, যা মনে হয়েছিল স্বপ্নপূরণের হাতছানি,তাই অচিরেই দুঃস্বপ্নের পারানি হয়ে ওঠে।

ফেসবুকের রঙিন আলোতে মুখ দেখাতে এসে মুখ লুকোনোর আতঙ্ক মনে চেপে বসে। সেখানে যে পরতে পরতে হারিয়ে যাওয়ার ভয় তাড়া করে। নিজেকে দেখানোর সুযোগ যেমন তার অবাধ, তেমন তা না দেখেও উদাসীন থাকাও অন্যের ইচ্ছাধীন। সেক্ষেত্রে উপেক্ষার নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে বেশি কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্বজনের উদাসীন উপেক্ষা হীনমন্যতার জন্ম দেয়। সেখানে পরিচিত জনের লাইক না পাওয়াও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়,তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হারিয়ে যাওয়ার ভয়। আসলে প্রত্যেকের দেখনদারির মধ্যে থাকে নিজের সাফল্য প্রদর্শনের অহেতুক বাতিক,অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মজাহিরের রকমফের। সেগুলো প্রতিনিয়ত অন্যের সাফল্যের,উৎকর্ষের ও উত্তরণের ভিড় দেখার ফলে মনের মধ্যে ব্যর্থতায় হীনমন্যতাই শুধু জেগে ওঠে না,ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আপনাতেই ভর করে। হারিয়ে যাওয়ার ভয় নিত্য তাড়া করে ফেরে। ইংরেজি একটি শব্দও তৈরি হয়েছে, FOMO (FEAR OF THE MISSING OUT)। সেই ফোমোও ফেসবুকে সবসময় ওত পেতে বসে থাকে। নিজের ব্যর্থতাই শুধু নয়, নিজের কিছুমাত্র সাফল্যও অন্যদের সাফল্যের উত্তরণের কাছে হেয় বা তুচ্ছ মনে হয়। আর ব্যর্থতার পরিমাণ যতই বেড়ে চলে, ততই তার শূন্যতা বোধ মনের মধ্যে এঁটে বসে। সেক্ষেত্রে ফেসবুকের মুক্ত হাসি অচিরেই বোবা কান্নায় পরিণত হয়।

সেক্ষেত্রে ফেসবুকের তীব্র প্রভাবের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলায় দিগভ্রান্ত সমাজের দিকে তাকালেই সেলফোনের উত্তরোত্তর দুর্বার আকর্ষণের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার নিত্যনতুন চাহিদা ও জোগানে যেভাবে তা প্রযোজন থেকে প্রিয়জন হয়ে উঠেছে,তাতে তার মোহাচ্ছন্নতা অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে মোবাইলের আচ্ছন্নতা নিয়ে স্বয়ং আবিষ্কারকের খেদ ব্যক্ত হলেও তা কোনো ভাবেই তাঁর কাছে ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মতো আত্মঘাতী আবিষ্কার মনে হয়নি। কেননা নিত্যনতুন চাহিদাপূরণে মোবাইলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়েছে মার্টিন কুপারের। একসময় টিভিরও বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। অচিরেই তা কেটে যায়। নতুনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ গড়ে ওঠে,তা সাময়িক মোহাচ্ছন্নও করে রাখে। আবার বিকল্পের আকর্ষণ বেড়ে গেলে অচিরেই সেই মোহও কেটে যায়। সেক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস মোবাইলের মোহও একসময় চলে যাবে। অন্যদিকে মোবাইলের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী মার্টিন কুপার তার মাধ্যমে রোগের নিরাময় থেকে কল্যাণকামী বহু কাজে ব্যবহারের উপরেও গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে মোবাইলের প্রতি তীব্র আসক্তিতে তিনি বিচলিত বোধ করলেও তা নিয়ে তাঁর মনে কোনো রকম দুশ্চিন্তা নেই। কেননা সময়েই মোবাইলের মোহ কেটে যাবে বলে তাঁর ধারণা। কিন্তু তাতে মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমলেও তাঁর আত্মিক ক্ষতি ও ক্ষত সারিয়ে তোলা যাবে কিনা,তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। টিভির জনপ্রিয়তায় ব্যক্তিগত যোগ ছিল দর্শকের বিনোদনী মোহজাত, মোবাইলের সংযোগ একেবারেই ব্যক্তির মনে-মননে,কল্পনা ও স্বপ্নে। প্রাণের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। সেখানে সময়ান্তরে সবকিছুর অতি ব্যবহারের একঘেয়েমি ও বিকল্পের হাতছানিতে মোহ কেটে গেলেও তার মানসিক প্রভাব নীরবে নিভৃতে ছায়ার মতো লেগে থাকে। তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখা শুধু দুরূহ নয়, সাধনাসাপেক্ষও। ফেসবুকের আলোর অন্ধকারের মতো তার হারিয়ে যাওয়ার ভয় মোবাইল বন্ধ হলেও মনে যে জেগে থাকে অবিরত, নিরন্তর!!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কোভিড প্রতিরোধে নতুন পিল, সিমনোট্রেলভির

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

কোভিডের জন্য কম ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের চিকিত্সার ওষুধের সন্ধানে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন।যারা গুরুতর কোভিড-১৯ বিকাশের সম্ভাবনা কম তাদের অসুস্থতা কমানোর জন্য কোনও ব্যাপকভাবে অনুমোদিত ওষুধ নেই। কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য কিছু গবেষক মনোযোগ দিচ্ছেন এমন ওষুধের দিকে যা হালকা বা মাঝারী উপসর্গের চিকিত্সার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এমন লোকদের জন্য অর্ধ ডজনেরও বেশি কোভিড-১৯ ওষুধের সুপারিশ করে যাদের হয় গুরুতর রোগ রয়েছে বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ডাব্লুএইচও হালকা অসুস্থতার চিকিত্সা হিসাবে বেশ কয়েকটি ওষুধের বিরুদ্ধে সতর্ক করে ; তবে এর পরিবর্তে কী নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোনও সুপারিশ করে না।

এই ধরনের চিকিত্সা শুধুমাত্র মানুষকে তাদের জীবন শীঘ্রই ফিরিয়ে আনতে পারে না, তবে রোগের বিস্তারকেও সীমিত করতে পারে। কম সংক্রমণের অর্থ হল ভাইরাসের পরিবর্তনের কম সুযোগ, তাই হালকা রোগের ওষুধ নতুন রূপের উত্থানকে আটকাতে পারে।নিম্ন আয়ের দেশগুলিও উপকৃত হতে পারে। আফ্রিকাতে ভ্যাকসিনের চেয়ে এই জাতীয় অনেক ওষুধ মোতায়েন করা সহজ, যার জন্য প্রায়ই কোল্ড স্টোরেজের প্রয়োজন হয় না এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পরিচালনা করা প্রয়োজন।

কিন্তু মৃদু রোগের ওষুধ খুঁজে পেতে কিছু বাধা রয়েছে। কানাডার হ্যামিল্টনের ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির স্বাস্থ্য গবেষক এডওয়ার্ড মিলস বলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা নির্দেশিকা - যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) -এর মতো সংস্থাগুলি দ্বারা প্রকাশিত যা কেবল গুরুতর রোগের উপর আলোকপাত করে যদি নির্দেশিকাগুলি ডাক্তারদের হালকা রোগের জন্য ওষুধ লিখতে উৎসাহিত না করে, তবে এই জাতীয় ওষুধের উপর গবেষণা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম, মিলস বলেছেন, যিনি একসাথে ট্রায়ালের একজন প্রধান তদন্তকারীও, যার লক্ষ্য কোভিড-১৯ -এর চিকিৎসার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধগুলি খুঁজে বের করা।

সম্প্রতি কোভিডের মৃদু সংক্রমনে আক্রান্তদের উপসর্গ কমিয়ে দেবার জন্য চীনে সিমনোট্রেলভির ওষুধটি খুব কার্যকরী হয়েছে ও চীনে এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় কম দামে বিক্রি হয়। কোভিড-১৯ থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য এই ওষুধটি নতুন আশা যুগিয়েছে।দেখা গেছে সিমনোট্রেলভির নামক এই ওষুধটি প্রায় এক থেকে দুদিনের মধ্যে হালকা থেকে মাঝারি কোভিড আক্রান্ত রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। একটি ক্লিনিকাল ট্রায়ালে দেখা গেছে যে সিমনোট্রেলভির বড়িগুলি গ্রহন করার প্রায় সাথে সাথেই কোভিড আক্রন্ত ব্যাক্তির জ্বর, সর্দি -কাশির মত উপসর্গগুলির উপসম হয়।

যুক্তরাজ্যের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক-রোগের ফার্মাকোলজিস্ট সায়ে খু বলেছেন 'সিমনোট্রেলভির স্পষ্টতই একটি শক্তিশালী ওষুধ ও ইতিমধ্যে বেশ ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে'। এই ওষুধের ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ফলাফল কিছুদিন আগে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে প্রকাশিত হয়েছে।

কয়েক বছর আগে মহামারীর শুরুর দিকে, গুরুতর কোভিড-১৯-এর উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধগুলি মূলত পরীক্ষা করা হয়েছিল। এমনকি এখনও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করে যে শুধুমাত্র উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর লোকেরা অ্যান্টিভাইরাল যেমন প্যাক্সলোভিড গ্রহণ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য অনেক দেশে গো-টু কোভিড-১৯ পিল।

বেইজিংয়ের চীন-জাপান ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের একজন পালমোনোলজিস্ট ও গবেষণার সহ-লেখক বিন কাও বলেছেন তবে, এখন, 'সার্স কোভ -২ ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি নিয়মিত শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাস হয়ে উঠেছে', সেজন্য তিনি এবং তার সহকর্মীরা সিমনোট্রেলভির পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিশেষ করে অল্প বয়সী রোগীদের যাদের মূলত ঝুঁকির মাত্রা বেশি।

গবেষকরা রিটোনাভির নামক প্যাক্সলোভিডের একটি উপাদানের সাথে সিমনোট্রেলভিরকে একত্রিত করেছেন, যা সিমনোট্রেলভির ভাঙ্গনকে সীমিত করে ও তা স্থিতিশীল রাখে। তারা ৩৫ বছর বয়সী ৬০০ জনেরও বেশি লোকের মধ্যে এই সংমিশ্রণটি পরীক্ষা করেছেন, যাদের প্রায় অর্ধেকের অন্তত একটি ঝুঁকির কারণ ছিল, যেমন স্থূলতা বা অন্য কোন গুরুতর রোগের জন্য যদিও অংশগ্রহণকারীদের কারোরই গুরুতর কোভিড-১৯ ছিল না।

চিকিৎসার পর পঞ্চম দিনে, যেসব অংশগ্রহণকারীরা সিমোনট্রেলভির গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে সার্স কোভ-২ এর মাত্রা প্লাসিবো গ্রহণকারী অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় প্রায় ৩০ গুণ বেশি কার্যকর ছিল। স্ট্যান্ডার্ড-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য সিমোনট্রেলভির-এর ক্ষমতা অ্যান্টিভাইরাল এনসিট্রেলভিরের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা জাপানে ২০২২ সালের নভেম্বরে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়েছিল।

সিমোনট্রেলভির-এর উপসর্গগুলি প্যাক্সলোভিডের -এর মতোই, যার মধ্যে একটি খাবারের স্বাদ না পাওয়া এবং আরও কিছু। উপরন্তু, গবেষকরা ট্রায়াল অংশগ্রহণকারীদের উপসর্গের বিকাশের তিন দিনের মধ্যে চিকিৎসা শুরু করতে বলেছিলেন

সিমনোট্রেলভির গত বছরের শুরু থেকে জরুরি ব্যবহারের জন্য অনুমোদনক্রমে চীনে পাওয়া যাচ্ছে। এটি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কোভিড অ্যান্টিভাইরাল এবং প্যাক্সলোভিডের তুলনায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ দাম কম। নতুন তথ্য থেকে বোঝা যায় অন্যান্য দেশের কর্তৃপক্ষ এই ওষুধ অনুমোদন করতে পারে, সম্ভবত তাদের নিজস্ব ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলি সম্পাদন করার পরে।

তবে অনেক ডাক্তাররা এখনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যু প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন, তাই তারা তাদের নির্ধারিত অভ্যাস পরিবর্তন করার আগে আরও তথ্য জানা দরকার। খু বলেছেন, 'মূল কথা হল আমরা প্রতিটি নতুন ওষুধকে স্বাগত জানাই, কিন্তু এই ওষুধগুলির কোনওটিই কোভিড অ্যান্টিভাইরালগুলির শেষ কথা নয়।'

লেখক: বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতা। সদস্য, জীব বৈচিত্র সংরক্ষন একাডেমি, কলকাতা

আনন্দকথা

বসন্তকাল, ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ কুক সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার (১২ ফাল্গুন, ১২৮৮, শুক্লা ষষ্ঠী) ঠাকুর স্টীমারে বেড়াইয়াছিলেন — তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরি কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।

কর্মত্যাগ কখন?

মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অপরাজিতা আঢ্য

১৯১৫ *বিশিষ্ট সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অনুরাগ বাসুর জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যর জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুর্শিদাবাদ পৌঁছে বিড়ি শ্রমিকদের বাড়ি গেলেন রাহুল গান্ধি, শুনলেন তাদের দাবি-দাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদে ঢুকে সরাসরি বিড়ি শ্রমিকদের বাড়িতে চলে গেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কথা বললেন বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে। তাঁদের মজুরি সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনলেন। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার পদযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী। বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের পদযাত্রায় যোগ দেওয়ার কথা। রাহুল গান্ধির সঙ্গে রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

একদিন আগে বহরমপুরের প্রশাসনিক সভা থেকে ঝাঁঝাল গলায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং খারাপ করেছে বামফ্রন্ট। বামফ্রন্ট বিজেপির প্রধান দালাল। দুটো আসন দিতে চেয়েছিলাম রাজি হয়নি। কটাক্ষ করে বলেন, বিয়াল্লিশটা চাই। একটাও দেব না। আমি একাই লড়ব। আমার ক্ষমতা আছে।

আজ সিপিএম মমতার দাবিতেই কার্যত শিলমোহর লাগিয়ে দিল। বামফ্রন্টের দুই শীর্ষ নেতা আজ ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দিয়েছেন। মিছিলে দুই দলের দলীয় পতাকা মিশে একাকার হয়ে গেল।

মুর্শিদাবাদে ঢুকে প্রথমেই বিড়ি মহল্লায় পা রাখেন রাহুল গান্ধি। বিড়ি শিল্পীদের বাড়ি গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। মুর্শিদাবাদে প্রায় তেরো লক্ষ বিড়ি শ্রমিক রয়েছে। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বামেদের সাতটি সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে অধীর চৌধুরীও পদযাত্রা করেন। এদিন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সরাসরি বিড়ি শ্রমিকদের বাড়িতে হাজির হন। তঁদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন। বিড়ি শ্রমিকদের ভোট ব্যাংকে কবজা করতে মরিয়া বাম কংগ্রেস।

মাস্টার প্লানে অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় মেদিনীপুরের বানভাসিদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ২০২৪ সালের অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্লানের জন্য অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় দুই মেদিনীপুরের বানভাসি বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে বহু প্রতিক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়ে গত ১৭ জানুয়ারি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং সেখাওয়াত ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বুধবার অন্তর্বতী কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ওই প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুর না করায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রায় ২০ লক্ষাধিক ফি বছরের বানভাসি মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ২০১৫ সালে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন (জিএফসিসি) ও কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ দপ্তরের ছাড়পত্র পায়। তারপর থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই মেগা প্রকল্পের জন্য কে কত শতাংশ টাকা দেবে তা নিয়ে চলেছে দড়ি টানাটানি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশিস মাইতি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তেরোটি ব্লকের স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক অধিবাসীকে প্রতি বছরের বন্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে তৈরি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার নানা অজুহাতে টালবাহানা করে এখনো পর্যন্ত কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি। ফলস্বরূপ দুই জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যেক বছর বর্ষার সময় সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। নারায়ণবাবু জানান, গত ২০২২ সালে প্রকল্পটি কেন্দ্রের ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটির ছাড়পত্র পাওয়ার পরেও প্রকল্পের জন্য কোনও সরকারের পক্ষ থেকেই কোনও টাকা মঞ্জুর করা হয়নি। এই অবস্থায় আসন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে আগামী বর্ষার পূর্বেই শীলাবতী নদীর অংশে কাজ শুরুর দাবিতে গত মাসে উভয় সরকারের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করবে। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর আজকের বাজেট ভাষণ জেলাবাসীকে আশাহত করেছে। আমরা এ ব্যাপারে একটি ভার্চুয়াল সভা আহ্বান করেছি। সভা থেকেই বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ সহ পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। যদি অর্থ বরাদ্দ করে আগামী বর্ষার পূর্বে কাজ শুরু না হয়, তাহলে কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

ভোট কারবারিদের নতুন ইস্যু বিষ্ণুপুর ওভারব্রিজ, সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুরে রেল লাইনের উপর জাতীয় সড়কে ওভারব্রিজে ট্রায়াল রান শুরু হতেই বিজেপি কর্মীরা পতাকায় মুড়ে ফেললেন ওভারব্রিজ। সূত্রের খবর, লোকসভা ভোটে বিজেপি ওভারব্রিজ তৈরির সফলতাকে প্রচারের হাতিয়ার করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওভারব্রিজে ট্রায়াল রান শুরু করতেই বিজেপি নেতৃত্বরা সিঁদুরে মেঘ দেখতে আরম্ভ করে। পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কায় রাজনৈতিক দখল নিতেই এদিন বিকালে বিজেপি কর্মীরা ওভারব্রিজের দুই ধারে পতাকায় ছয়লাপ করে দেন। এনিয়ে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে ওঠে।

তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ওভারব্রিজে পতাকা লাগিয়ে অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াই করছে, এটা বিজেপির নোংরা রাজনীতি, ওভারব্রিজ উদ্বোধন করবে রাজ্য সরকার, অন্যদিকে বিজেপির দাবি পতাকা লাগানোটা হাতিয়ার নয়, হাতিয়ার মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার, হাতিয়ার হচ্ছে উন্নয়ন, উদ্বোধনের আগেই বৃষ্টি চালু হয়ে গেল? এখানে কেন্দ্রের মন্ত্রী আসবে, কেন্দ্রের দল আসবে, কেন্দ্রের টাকা দিয়ে তৈরি হয়েছে তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা তা জানান দিচ্ছে, সাধারণ মানুষকে এখানকার লোকাল প্রশাসন মানুষকে ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছে। আসল কথা পতাকা দেখে তৃণমূল ভয় পাচ্ছে। বিষ্ণুপুরে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে রাজ্য সরকার জোর করে উদ্বোধন করে দেয়, এতে ভারতীয় জনতা পার্টির ছেলেরা পতাকা লাগিয়েছে বেশ করেছে। কেন্দ্র সরকারের টাকায় ব্রিজ হচ্ছে আমরা মানুষকে তা জানাব। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলাশাসকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয় বিষ্ণুপুর ওভার ব্রিজের নিচে ড্রেন তৈরির কাজ চলবে যে কারণেই ৩১ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওভার ব্রিজের ওপর দিয়েই যান চলাচল করবে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওভারব্রিজ খুলে দেওয়ায় তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলে।

ব্রিজের দাবিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বয়কটের ডাক পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শাসন: একের পর এক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, অথচ দীর্ঘদিনের বিপদজনক ব্রিজের সংস্কারের কাজ হচ্ছে না। এবার তারই দাবিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বয়কটের ডাক দিল পরীক্ষার্থীরা। যদিও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসার আবেদন করে সমস্যা সমাধান করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত দু নম্বর ব্লকের বেলিয়াঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী খালের উপর শিমুল গাছি কাঠের ব্রিজ নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করেছে পরীক্ষার্থী ও এলাকার সাধারণ মানুষ। বকুন্ডা শিমুলগাছি ভগ্নদশা কাঠের ব্রিজের পরিবর্তে ব্রিটিশ আমলে তৈরি হলেও সংস্কারের অভাবে ব্রিজের কাঠের পাটাতন উঠে গেছে একাধিক জায়গায়। সেতুর দাবিতে একমাস আগে এলাকার মানুষ টাকি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। শাসন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এক সপ্তাহ মধ্যে পাকা সেতু হবে বলে আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও সেতুর কোনও কাজ এগোয়নি। সেই কারণে এদিন ফের সেতু দাবিতে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে কাঠের সেতুর সামনে বিক্ষোভ দেখালেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মাধ্যমিক পরীক্ষা বয়কটের। শিমুলগাছি কাঠের ব্রিজটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল আবস্থায় পড়ে আছে। চলাচলের অযোগ্য হয়ে বিপদজনক হয়ে আছে। মাঝেমধ্যে ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। বারবার প্রশাসনের আধিকারিকদের নজরে আনা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। দাবি করা হয়েছে অবিলম্বে ভগ্নদশা কাটে সেতু থেকে কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি করা হোক। কিন্তু প্রশাসন আশ্বাস দিলেও একফোঁটা কাজ হয়নি বলেই এলাকার মানুষের অভিযোগ। বকুন্ডা শিমুলগাছি, কিরিশপুর মুক্তারপুর সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের একটাই দাবি পাকা সেতু দ্রুত দেওয়া হোক। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, বিধায়কের কাছে পাকা সেতু হওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। তার বারবার আবেদন করেও বিফল হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে একমাস আগে টাকি রোড অবরোধ করেছিল। এদিন ফের গ্রামবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা মিলে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। প্রশাসন এক সপ্তাহ সময় দিয়েছিল সেই সময় সীমাও পেরিয়ে গেছে কিন্তু এখনও পায়নি গ্রামের মানুষ পাকা সেতু। তবে ফলতি বেলিয়াঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নজিবুর রহমানের অবশ্য দাবি ৬৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়েছে দ্রুত কাজ হবে। সরকারি কাজের কিছু বিধিনিষেধ ও পদ্ধতি থাকার কারণে দেরি হচ্ছে। তবে কাজ খুব শিগগিরই শুরু হবে। যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বয়কটের কথা বলছেন তারা যেন পরীক্ষা দেয়। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, তারা পরীক্ষায় বসুক দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে জানান পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান। বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের বিডিও শেখর সাইন, তিনিও পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন ব্রিজ নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে।

হুগলির হিন্দমোটরের বটতলা ঘাট তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার জলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: দীর্ঘদিন যাবত বেহাল অবস্থায় গঙ্গার ঘাট। গঙ্গার ঘাট ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে নদীর জলে। এমনকী পাশে থাকা একটি শিব মন্দির তাও ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গায়। এমনই অবস্থা চলছে সেই গঙ্গার ঘাটের স্নান ও ঠাকুরের নিত্য পুজো। ঘটনাটি হুগলির হিন্দমোটরের বটতলা ঘাটের। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগেই তৈরি হয়েছিল এই গঙ্গার ঘাট। তবে বর্তমানে সেই গঙ্গার ঘাটকে আর ঘাট বলা চলে না। ঘাটের বেশিরভাগ অংশই ভেঙে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে। মানুষের বসার জন্য করা হয়েছিল সিমেন্টের বসার জায়গা কিন্তু দিনে দিনে সেইসব ও তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার জলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বার বার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও লাভ হয়নি। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলছে গঙ্গা স্নান ও নিত্য পুজো। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, গঙ্গার ঘাটের যা অবস্থা এখানে একজন অচেনা মানুষ যদি স্নান করতে আসে বুঝতে পারবে না কোথায় গঙ্গার ঘাট ভাঙা আছে, যার ফলে যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। প্রতিদিন এই ঘাটে বহু সংখ্যক এলাকার মানুষ আসেন দিনের বেলা ও বিকেল বেলা সময় কাটাতে তবে গঙ্গার ঘাটের যা অবস্থা তাতে যে কোনও দিন কিছু ঘটতে পারে। প্রশাসনের লোকেরাও বারবার ঘাটে আসে তবে কাজ কিছু হচ্ছে না। এ বিষয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব তিনি বলেন, গঙ্গার ঘাটের যে কাজ তা পোর্টট্রাস্টের আওতায় পড়ে। এক্ষেত্রে পুরসভার কিছু করার থাকে না। পোর্টট্রাস্ট থেকে কোনও নির্দেশিকা আসলেই তিনি সেই মোতাবেক কাজ শুরু করবেন।

সিপিএম নেতৃত্বদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক রাহুল গান্ধির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বদের সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট গোপন বৈঠক করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ওই বৈঠকে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী, যুব নেতা শতরূপ ঘোষ ও সিপিএমের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা। রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে মহম্মদ সেলিম বলেন, আমরা ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সমর্থন করি। রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসকে স্বাগত জানিয়েছি।

বৃহস্পতিবার সকালে ফরাক্কা দিয়ে মুর্শিদাবাদ ঢোকে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। রঘনাথগঞ্জে গঞ্জে রাহুল গান্ধি দুপুরের আহার করেন। সেখানেই রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তীরা। রঘুনাথগঞ্জে সিপিএম নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। এদিন আবারও একবার প্রমাণিত হল কংগ্রেসের সঙ্গেই রয়েছে সিপিএম। সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের বৈঠক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোন চোখে দেখছেন সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও একদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়া জোট নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। একলা চলার নীতিতেই বিশ্বাসী তৃণমূল। বহরমপুরে সভা থেকে সিপিএমের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। এদিন সিপিএমের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে রাহুলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী গোঁসা বাড়বে বই কমবে না। রাজনৈতিক মহলের এমনটাই ধারণা। এদিন রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় জেলাবাসী বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস নজরে এসেছে সব জায়গায়।

চোরাই গাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চোরাই গাড়ি উদ্ধার করল বুদবুদ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে পানাগড়ে কোটা মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ একটি লরি উদ্ধার করে। লরিটি বুধবার থেকে সমস্ত পার্টস খুলে ফেলা হয়েছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে মনু পান্ডে নামের এলাকারই এক ব্যক্তি লরিটিকে পানাগড়ে নিয়ে এসে গোপনে সেটিকে কাটাই করে বিক্রি করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। সেই মতো লরির ইঞ্জিন সহ সমস্ত পার্টস আলাদা করে বিক্রি করার পরিকল্পনা করে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে লরি সহ সমস্ত জিনিস উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে পুলিশ আসার আগাম খবর পেয়ে মনু পান্ডে এলাকায় গা ঢাকা দেয়। লরির ইঞ্জিন ও চেচিস নম্বর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের অনুমান, রাজ্য থেকে চোরাই লরি কাটাই করে বিক্রি করার একটা বড় চক্র এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে। মনু পান্ডে ও অন্যান্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩ CIN No. U67190MH2008PLC187552
ব্রাঞ্চ অফিস : ১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - V, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV)

যেহেতু, অনুমোদিত অফিসার টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ এর সংস্থান অধীনে ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছিলেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে, কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের এর নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধকারী(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ) এর নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ	দখলের তারিখ	জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৫২৯৩৭৫১ এবং নতুন লোন অ্যাকাউন্ট নং পুনর্গঠনের পর টিসিএফএলএ ০৫৪০০০০০ ১১০৬২৫৪২	১) মেসার্স বি জি এ রিয়েলটেক্স, পি ৩৯৯ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড : ৭০০০২৯, ২) শ্রী রাজীব ঘোষ, পি ৩৯৯, কেয়াতলা লেন, ৪র্থ তল, পো : শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০০২৯। ৩) শ্রীমতি শম্পা ঘোষ, পি ৩৯৯ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড : ৭০০০২৯, ৪) শ্রী প্রদীপ্ত ঘোষ, পি ৩৯৯, কেয়াতলা লেন, ৪র্থতল, পো : শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০০২৯।	২,৪৪,৭০,০০১.০০ টাকা (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লাখ সত্তর হাজার এক টাকা) ২২ নভেম্বর ২০২৩	৩১ জানুয়ারি ২০২৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ [illegible] অবস্থিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা ৮ ছটাক ৪৪ বর্গফুট কমবেশি, বর্তমান পুর প্রেমিসেস নং পি-৩৯৯,হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, (পূর্বতন পি-৩৯৯, কেয়াতলা লেন), কলকাতা-৭০০০২৯, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : লেক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং উক্ত প্রেমিসেসে যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত।

তারিখ : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থান : কলকাতা
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা, ব্রাঞ্চ কোড : ১৭৮৯৯

জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডি এইচ রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
অনুমোদিত অফিসারের মোবাইল নাম্বার - ৯৬৭৪৭১২৫৮৭, ইমেল আইডি - sbi.17899@sbi.co.in

VEHICLE FOR AUCTION

ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি/ভেহিকেল অবাধ নিলামে বিক্রি করা হবে ০৯.০২.২০২৪ (শুক্রবার) দুপুর ১২টা থেকে ১.৩০টার মধ্যে।
ইএমডি প্রদান করতে হবে অ্যাকাউন্ট নং ৪৮৯৭৯৩২১৭৮৯৯০, আইএফএসসি কোড : SBIN0017899 ০৮.০২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টের মধ্যে। সফল ডাকাদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরৎ দেওয়া হবে না। **ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ২০০০ টাকা**
ভেহিকেলের বিস্তারিত :

ক্রম	ভেহিকেলের বিস্তারিত	তৈরির বছর	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি পরিমাণ
১	মেক এবং মডেল : **মহীন্দ্র অ্যান্ড মহীন্দ্র লিমিটেড, মহীন্দ্র স্করপিও এস৫ এমএইচ ২ডব্লু ১২০,** রেজি নং : **ডব্লুবি১০৮২৩২,** রেজি. তারিখ : ০৮.১২.২০১৮, ইঞ্জিন নং : **এসজেজে৪এইচ১৯৩০৭,** চেসিস নং : **এমএ১টিএ২এসজেএক্সজে২এইচ২৬৩৭৮,** মালিকের নাম : **শ্রী রাম কুমার প্রসাদ।**	২০১৮	৫,৫০,০০০.০০ টাকা	৫৫,০০০ টাকা
২	মেক এবং মডেল : **রেনাল্ট ইন্ডিয়া প্রা লি, রেনাল্ট কেউইড আরএক্সটি ১.০ এসসিই,** রেজি নং : ডব্লুবি১০০১০১, রেজি তারিখ : ১৮.০১.২০১৮, ইঞ্জিন নং : **বি৪ডিএ৪০৪ই১০০৯৫৮,** চেসিস নং : **এমইইবিবিএ০০৫এইচবি৫৫৬১০৪,** মালিকের নাম : **শ্রী দীপক গুপ্তা**	২০১৮	৯৪,০০০.০০ টাকা	৯,৪০০ টাকা
৩	মেক এবং মডেল : **মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড, সিয়াজ স্মার্ট হাইব্রিড ডেলটা,** রেজি নং : **ডব্লুবি১২এজেড৬৮১২,** রেজি তারিখ : ২৪.০৯.২০১৯, ইঞ্জিন নং : **কে১৫বিএন১০৭৮৬২৪,** চেসিস নং : **এমএ৩ইএক্সজিএল১এস০০৩৯৮৮০২,** মালিকের নাম : **শ্রী সৌমেন দাস**	২০১৯	৪,৭০,০০০.০০ টাকা	৪৭,০০০ টাকা
৪	মেক এবং মডেল : **রেনাল্ট ইন্ডিয়া প্রা লি, রেনাল্ট লজি ডিসিআই আরএক্সই-জেএসআরবিডব্লু৪,** রেজি নং : **ডব্লুবি০৬এস৩৯৪০,** রেজি তারিখ : ০৭.০১.২০২০, ইঞ্জিন নং : **কে৯কেএফ৮৩০ই০৫৯৪৮৬,** চেসিস নং : **এমইইজেএসআরবিডব্লু৪জে৩০০১২৯৬,** মালিকের নাম : **শ্রী সৌমেন নস্কর।**	২০২০	৪,২৫,০০০.০০ টাকা	৪২,৫০০ টাকা

গাড়ি 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে' অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **https://www.bankeauctions.com** দরদাতাদের পোর্টালে নিবন্ধন করতে হবে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে প্রস্তাবিত টেন্ডার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং এটি সফল দরদাতাকে অবহিত করা হবে।
ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে নিলামের মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ জমা দিতে হবে বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে। রোড ট্যাক্স, বীমা ইত্যাদির মতো যেকোনো সংবিধিবদ্ধ বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
ঙ) ব্যাঙ্ক যেকোনও বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা নিলাম স্থগিত/মুলতুবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে কোন কারণ ব্যতীত।
চ) গাড়ির নিবন্ধন দরদাতার দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়িটি সরবরাহ করবে। ''এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা'' বা অন্যান্য এসবিআই শাখা/কর্মকর্তারা কোনোভাবেই দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য দায়ী নয়।
দ্রষ্টব্য : প্রযোজ্য হারে জিএসটি অর্ন্তভুক্ত।

তারিখ : ০২.০২.২০২৪
স্থান : বেহালা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস, বর্তমান মালিক ফ্ল্যাট নং "এ", সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুটকমবেশি দোতলায়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, অবস্থিত প্লট জমির পরিমাণ ১০ কাঠা ০৫ ছটাক ০৫ বর্গফুট কমবেশি, প্রেমিসেস /হোল্ডিং নং ১৫০, মতিলাল কলোনি এবং আরএস দাগ নং /প্লট নং ২৫৬৩ (অংশ), ২৫৬৪/৩৬৮২, সিএস দাগ নং ২৫৬৪, আরএস নং ১৪৮, ২৪৮, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭২, ১৭৩, মৌজা : সুলতানপুর, ইপি নং ২৩১,২৩১৪, এসপি নং ৫২৪, ৫২৪/১, হাল খতিয়ান নং ৫০৭, থানা : দম দম, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মূল দলিল নং ২৪০৭ তারিখ২৮.০৭.২০০৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬২, পৃষ্ঠা ২০৫ থেকে ২১৪, -২০০৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর কাশীপুর দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা হারিয়ে/স্থানান্তরিত হয়েছে। উক্ত দলিল হারিয়ে/স্থানান্তরিত বিষয়ে ১৯.০১.২০২৪ তারিখে জেনারেল ডায়েরি জিডিই নং ১১৮৭ দম দম থানায় দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দলিল/সম্পত্তি কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।

বিক্রম কুমার, অ্যাডভোকেট
পি ৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল,
কলকাতা -৭০০০৭২
মো : ৯৮৩১৪০৪৫৯৫, ৯৩৩০৭৩৪৭০০
ই-মেল : advbikram1981@gmail.com

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)

নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট
পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া
পিন -৭৪১১০১

দখল নোটিশ

যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্টের নাম/ ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) বাগানচারা bmbag@bgvbank.co.in	**মিন্টু প্রামাণিক এবং মিতা প্রামাণিক স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা : ১. মিন্টু প্রামাণিক** পিতা প্রয়াত গণেশ চন্দ্র প্রামাণিক, ১২/৪, ভাদুড়ি পাড়া লেন, পো- শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪ **(ঋণগ্রহীতা) ২. রীতা প্রামাণিক** স্বামী মিন্টু প্রামাণিক, ১২/৪, ভাদুড়ি পাড়া লেন, পো- শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪ **(ঋণগ্রহীতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন মৌজা : সুত্রগড়, জেএল নং : ২০, প্লট নং আরএস ৪৬৬ এবং এলআর ১৮৪৪, খতিয়ান নং এলআর :১০২৯৬, ১০২৯৭, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া : ৩.৩০ ডেসিমেল, দলিল নং ১-০৩১৮১-২০১২ সালের চৌহদ্দি :(দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : বাদল দালালের সম্পত্তি, দক্ষিণে : স্বপন চক্রবর্তী এবং অন্যান্যর জমি, পূর্বে : শ্যাম সুন্দর প্রামাণিকের জমি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া , পিন : ৭৪১১৬০, মিন্টু প্রামাণিক এবং রীতা প্রামাণিকের নামে, ১২/৪ ভাদুড়ী পাড়া লেন, পো : শান্তিপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, ঋণগ্রহীতা।	**ক) ০১.০৮.২০২২ খ) ২৯.০১.২০২৪ গ) ২,৬২,২১১.৫৭ টাকা (দুই লাখ বাষট্টি হাজার দুশো এগার টাকা এবং সাতান্ন পয়সা)** (১০.০৩.২০২২ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ) অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ।
(২) বগুলা মার্কেট bmbgm@bgvbank.co.in	**বুলবুলি বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ রায় এবং সুধীর ঘোষ স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা : ১. বুলবুলি বিশ্বাস,** স্বামী মানিক বিশ্বাস, গ্রাম - বগুলা পুরাতন পাড়া, পো. বগুলা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০২ **(ঋণগ্রহীতা) জামিনদাতা : ২. বিশ্বজিৎ রায়,** পিতা সমর রায়, গ্রাম কলেজ পাড়া, পোঃ বগুলা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০২ **(জামিনদাতা) ৩. সুধীর ঘোষ,** পিতা বাবলু ঘোষ, গ্রাম পুরাতন পাড়া, পো. বগুলা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০২ **(জামিনদাতা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন মৌজা : বগুলা, জেএল নং ৬৯, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৯০৯, খতিয়ান নং আরএস ৯০৫ এলআর ৬০৯০, জমির শ্রেণি :বাড়ি, এরিয়া : ০.০২ একর, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৬৭৩-১৯৮৩ সালের চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণে : মালিকের সম্পত্তি, পূর্বে : মালিকের সম্পত্তি এবং মানিক বিশ্বাস , পশ্চিমে : মালিকের সম্পত্তি। থানা : হাঁসখালি, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০২, বুলবুলি বিশ্বাস, স্বামী মানিক বিশ্বাসের নামে, গ্রাম : বগুলা পুরাতন পাড়া, পো : বগুলা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৫০২-ঋণগ্রহীতা।	**ক) ০২.০৯.২০২৩ খ) ২৯.০১.২০২৪ গ) ৩৫,১৪,৮১৯.৬০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার আটশ উনিশ টাকা এবং ষাট পয়সা)** ২৯.১১.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ০২.০২.২০২৪
স্থান : কৃষ্ণনগর, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এসবিএসএফ কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ৭/বি, নিমচাঁদ কারার স্ট্রিট, আরিয়াদহ, কলকাতা, উত্তর পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **০৭.১১.২০২২ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৭/বি, নিমচাঁদ কারার স্ট্রিট, আরিয়াদহ, কলকাতা, উত্তর পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭
এসবিএসএফ কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
মুক্তি সাধন বসু
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০১.০২.২০২৪ ডিন-০৮২৯৪১২৭

This is a Public Announcement for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document.

SKIPPER LIMITED

Corporate Identity Number : L40104WB1981PLC033408
Registered Office : 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata - 700017; **Telephone No. :** (033) 2289 5731/ 5732
Fax No.: (033) 2289 5733; **Contact Person:** Mrs. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer)
E-mail id: anu.singh@skipperlimited.com; **Website:** www.skipperlimited.com

CORRIGENDUM - CUM - ADDENDUM
TO THE LETTER OF OFFER DATED JANUARY 17, 2024
(THE "LETTER OF OFFER" / "LOF") AND THE ABRIDGED LETTER OF OFFER (THE "ALOF")
NOTICE TO INVESTORS (THE "CORRIGENDUM-CUM-ADDENDUM")

ASBA*	**Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!** *Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	UPI now available in ASBA for retail individual investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Abridged Letter of Offer and also please refer to the section "Process of making an application in the issue-Making of Application through ASBA process" beginning on page no. 207 of the LOF.

RIGHTS ISSUE OF UP TO 1,02,67,021 PARTLY PAID-UP RIGHT EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 194/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-FOUR ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 193/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-THREE ONLY) PER EQUITY SHARE FOR AN AMOUNT UPTO ₹ 1991.80 MILLION# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1:10, THAT IS 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, JANUARY 12, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 204 OF THE LETTER OF OFFER.

#Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

This Corrigendum-Cum-Addendum should be read in conjunction with the earlier advertisements dated January 26, 2024 & January 30, 2024 and Letter of Offer ("LOF") dated January 17, 2024 filed by the Company with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the BSE and the NSE (collectively referred to as the "**Stock Exchanges**"). Applicants / Investors may note the following modifications / supplements to the disclosures in the LOF and the Abridged LOF and the same may be taken as updated and included in the LOF and the Abridged LOF:

1. The Note 2 titled "Details of the Object" on page no. 51 of the LOF, to be substituted as follows :
   - *"Note 2: Comprising Other Financial Liabilities, Contract Liabilities, Other Current Liabilities, Provision, Lease Liabilities and Current Tax Liabilities (Net)."*
2. The word "*EBITDA*" under the heading "Moderate Credit Metrics" on page no. 82 of the LOF, should be read as "*EBIT*".
3. The fifth and sixth para's under "*Our Business*" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows :
   "*Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in India. Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates in all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction.*"
   "*Skipper is one of the Polymer Pipes & Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Great Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our products which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities.*"
4. The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows :
   - *Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17.36 million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income as brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.*
5. The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, to be substituted as follows:
   - *Consistent performance of Engineering Business, Engineering Segment operating EBITDA margin for 6 (six) months period ended September 30, 2023 stands at 10.85%.*
6. The date under the head "*Disclaimer Clause of SEBI*" on page no. 197 of the LOF, should be read as "*September 29, 2023*" instead of "*January 17, 2024*".

The information in this Corrigendum-Cum-Addendum supplements the LOF and the ALOF and accordingly their references in the LOF and the ALOF stand updated pursuant to this Corrigendum-Cum-Addendum to the LOF and the ALOF. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the LOF and the ALOF.

This Corrigendum-Cum-Addendum will be filed with SEBI and shall be made available on the website of SEBI at **www.sebi.gov.in**, on the websites of the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** respectively, on the website of the Company at **www.skipperlimited.com** and the website of the Lead Manager, i.e., VC Corporate Advisors Private Limited at **www.vccorporate.com**. Potential Shareholders/ Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to the LOF, including the section "Risk Factors" beginning at page no. 19 of the LOF in making investment decisions. This Corrigendum to the LOF has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. There will be no public offering of Equity Shares in the United States.

For Skipper Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anu Singh
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : February 01, 2024

ইংরেজবাজারের পরিত্যক্ত এলাকা থেকে মুন্ডুহীন নাবালিকার দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোবাইলে ছবি তোলার নাম করেছে পরিকল্পনামাফিক গলা কেটে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল তারই এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। ওই নাবালিকা ছাত্রী নিখোঁজের ৪৮ ঘণ্টা পর বুধবার রাতে ইংরেজবাজার শহরের আমবাজারের একটি পরিত্যক্ত এলাকা থেকে মুন্ডু কাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। যেখানে দেহটি উদ্ধার হয় সেখান থেকে ৫০ মিটার দূরে বস্তাবন্দি অবস্থায় ছাত্রীর কাটা মুন্ডুটি উদ্ধার করে পুলিশ। আর এই ঘটনার পর ইংরেজবাজার শহর জুড়ে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর বালুচর এলাকার ওই নাবালিকা ছাত্রীর মুন্ডু কেটে খুনের ঘটনায় তারই কাকাতো দাদাকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শ্রীকান্ত কেশরী (২৬)। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা আদালতের কাছে ধৃতকে ১৪ দিনের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নাবালিকা ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরেই শহর জুড়ে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এদিন ইংরেজবাজার থানা ঘেরাও করেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযুক্তের ফাঁসি দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালিকা ছাত্রীর নাম সৃষ্টি কেশরী, ১১ বছর বয়স। সে ইংরেজবাজার শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত ছিল। উত্তর বালুচর এলাকার প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর পরিবারের একমাত্র মেয়ে ছিল ওই নাবালিকা ছাত্রীটি।

এদিন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব একটি সাংবাদিক বৈঠকে করে জানিয়েছেন, ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী সম্পর্কে মৃত ছাত্রীর জেঠতুত ছেলে। গত ২৯ জানুয়ারি সোমবার রাতে বাড়ির সামনে থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা ছাত্রী। এরপর অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শুরু হয় তদন্ত। তবে অপহরণের এক ঘণ্টার মধ্যেই ওই ছাত্রীর গলা কেটে খুন করে ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপহৃত নাবালিকার এক আত্মীয়কে আটক করে। সিসিটিভিতে ধরা পড়ে ওই আত্মীয়ের বাইকে করে নাবালিকাকে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশি জেরায় একাধিকবার বিভ্রান্তিকর বয়ান দেয় অভিযুক্ত যুবক। অবশেষে যুবকের বয়ানের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে শহরের আম বাজার থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরনো মারধরের ঘটনার বদলা দিতেই প্রথমে নাবালিকাকে অপহরণ করে অভিযুক্ত। তারপর খুন করে। প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহটি জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকী শরীর থেকে মুন্ডু সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যদিও তারপরে শেষ রক্ষা হয়নি ঘটনার তিন দিনের মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খুনের ঘটনার কিনারা করে পুলিশ। মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযুক্ত প্রথমে অপহরণ করে। তারপর চাকু দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। পুলিশি হেপাজতে নিয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ছাত্রী খুনের ঘটনায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার শহরের উত্তর বালুচর এলাকায় নাবালিকা ছাত্রীর গলা কেটে খুনের ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। এমনকী মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র ফোয়ারা মোড়েও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় মৃত ছাত্রীর পাড়া-প্রতিবেশীরা। পাশাপাশি এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত শ্রীকান্ত কেশরীর উত্তর বালুচরের বাড়িও ভাঙচুর করা হয়। বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় বিভিন্ন এলাকায়। কিন্তু এদিন বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং অরাজনৈতিকভাবেও ইংরেজবাজার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল গড়িয়ে গেলে উত্তর বালুচর এলাকার অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর পরই ইংরেজবাজার শহরের ফোয়ারা মোড় এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান উত্তর বালুচর এলাকার অধিকাংশ ক্ষিপ্ত জনতা। পরে সেই রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর এই বিক্ষোভের রেশ গিয়ে পড়ে ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। কয়েক ঘণ্টা ওই এলাকার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে বহু ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এলাকায় দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। কার্যত একপ্রকার ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন এলাকা বন্ধের চেহারা নেয়। যদিও বিকালের পর পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে থাকাকালীন দুই পুলিশ কর্মীকে গাছে বেঁধে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে থাকাকালীন খাস জমিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বিবাদের জেরে দুই পুলিশ কর্মীকে বেঁধে রেখে মারধরের অভিযোগ গ্রামের মহিলাদের বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার নদিয়ার ভীমপুর থানার পূর্ব ভাতজাংলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, ভাতজাংলার গলাকাটা এলাকায় একটি খাস জমিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনার স্থলে যায় কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ভীমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ কর্মী সন্তোষ দাস ও নির্মল কুমার দাস নামে দুই পুলিশ কর্মী ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসী এবং মহিলাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অশান্তি চরম আকার ধারণ করে। ভীমপুর থানার দুই পুলিশ কর্মীর মধ্যে একজন ভিলেজ পুলিশকে মারধর করে গাছে বেঁধে রাখে। জমি সংক্রান্ত এই গন্ডগোলের জেরে দুই পক্ষের চারজন শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি হয়। ঘটনার পর ভীমপুর থানার এএসআই এবং এক কনস্টেবল বর্তমানে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পর ভীমপুর থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে দুই পক্ষেরই ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। এই ঘটনায় আর কারা কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে ভীমপুর থানার পুলিশ। এ বিষয়ে নদিয়া উত্তর বিজেপির যুব নেতা সৈকত সরকার বলেন, এটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে একজন পুলিশ মন্ত্রী জেলা সফরে থাকাকালীন মহিলারা পুলিশকে বেঁধে রেখেছে। এদিকে স্পষ্ট বোঝা যায় পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আর কোনও ভরসা নেই। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনও জায়গায় গেলে পুলিশকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় এটাই তার প্রমাণ।

শুরু মাদ্রাসার পরীক্ষা,পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন বোর্ড সদস্য ফারহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষা। শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার প্রথম দিন নির্বিঘ্নে শেষ হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনস্ত সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই পরীক্ষা শুরু হল। চলবে আগামী ১৭ তারিখ পর্যন্ত। পপরীক্ষার্থীদের সংখ্যা রাজ্যে ৭৫ হাজারের বেশি। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট এলাকার কোদালিয়া হাই মাদ্রাসা ও কাদেরিয়া হাই মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে গোলাপ ফুল, জলের বোতল, কলম সহ শুকনো খাবার তুলে দিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য একেএম ফারহাদ। এদিন তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের তদারকিতে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, সচিব, উপসচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় সুন্দরভাবে প্রথম দিনের পরীক্ষা সম্পন্ন হল।

পাশাপাশি অভিভাবক-অভিভাবকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্ব ও তাদের বসার ব্যবস্থা, বিষয়ে খোঁজখবর করা হয় বলে জানান একেএম ফারহাদ। ছাত্রছাত্রীবৃন্দের শুভেচ্ছা বিনিময় পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সাহানুর মণ্ডল, মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী ভুপাল সর্দার, সম্পাদক আব্দুল হামিদ গাজী, প্রধান শিক্ষক মোঃ জাকির হোসেন, নিমদাড়িয়া কোদালিয়া পঞ্চায়েত সদস্য আসরাফুজ্জামান বুলবুল, মদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক কাওসার হাসান সহ অন্যান্যরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে তৎপর মহকুমা শাসক থেকে আরামবাগ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাধ্যমিক পরীক্ষা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। এ বছর পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মেনে চলতে হবে পর্ষদের বেশ কিছু নির্দেশিকা। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের আগে বেশ কিছু সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না, তার মধ্যে মোবাইল ফোন অন্যতম। এবছর আরামবাগ মহকুমায় মোট ৩৩ টি ভেন্যুতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে পর্ষদ। আরামবাগ থানা এলাকায় চারটি মেন ভেন্যু এবং ছয়টি সাত ভেন্যু হয়েছে। গোঘাটে তিনটি মেন ভেন্যু এবং পাঁচটি সাব ভেন্যু, খানাকুলে তিনটি মেন ভেন্যু এবং ছয়টি সাব ভেন্যু, পাশাপাশি পুরশুড়াতে দুইটি মেন ভেন্যু এবং চারটি সাব ভেন্যুতে এবছর ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসন যাবতীয় কাজের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তবে এবছর আরামবাগ মহকুমায় ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৬০০ জন বাড়ল। সকাল ৮.৩০ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। প্রশ্নপত্র ৯.৪৫ মিনিটে দেওয়া হবে। পরীক্ষা ১০ থেকে ১ পর্যন্ত হবে। পরীক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন ও কোনও ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে রাখতে পারবে না। প্রশাসনের তরফে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। অ্যাম্বুল্যান্স ও গাড়ির ব্যাবস্থা থাকবে। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর বাইরে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। সকাল ৬ টায় প্রশ্নপত্র থানা ও ট্রেজারি থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। আরামবাগ পুরসভা এলাকায় ৬ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার্থীরা শহরের যানযটে যাতে আটকে না পড়েন তার জন্যেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শহরকে যানজট মুক্ত করতে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা পড়তে না হয় যাতায়াতের সময় সেজন্য আরামবাগ শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে বৃহস্পতিবার সকালে পথে নামলেন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও থানার আইসি রাকেশ সিং সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। এদিন আরামবাগ পুরাতন বাজার, বাসস্ট্যান্ড নেতাজি মোড় সহ বিভিন্ন মোড় ও এলাকা পরিদর্শন করলেন। পাশাপাশি এদিন তারা দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের সচেতন করতেও দেখা যায়। আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য আমরা মহকুমার বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশন-সহ রাস্তায় যানজট মুক্ত করতে আমরা সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছি। যাতে কোনও পরীক্ষার্থীদের অসুবিধায় পড়তে না হয়।

আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দুর্গাপ্রসাদ সরকার বলেন, সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রেই আমাদের স্বাস্থ দপ্তরের কর্মীরা থাকবেন যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও অসুবিধা না হয়। শুধু এটা না সার্বিক পরিস্থিতিতে কোনও রকম সমস্যা হলে সেটাকে আমরা দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করতে পারি তার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চাঁদুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ কুমার করণ বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আমাদের সিট ফেলার চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি স্কুলে চলছে শিক্ষকদের নিয়ে। স্কুলের যে কটা রুমে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে আমাদের বেঞ্চ সাজানো থেকে শুরু করে সিট ফেলা হয়ে গেছে। জানা গেছে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ১১৩ জন। এবছর জেলা স্কুল পরিদর্শকদেও ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম চালুর নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন বলে জানা গেছে। সবমিলিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে তৎপর প্রশাসন।

শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে হাতের নাগালে পেয়ে সেলফি তোলার আবদার মেটালো খুদেরা।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রায় ১২ ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীর অকালে ঝড়ে গেল প্রাণ। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাম শেখ মইদুল। বয়স ১৬ বছর। বাড়ি আরামবাগের বেউরগ্রাম এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের মাদারচক এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যার সময় ঘটনাটি ঘটে।

ইঞ্জিন ভ্যান ও মোটর বাইকের সংঘের জেরে পথ দুর্ঘটনা ঘটে মাদারচকে। এই ঘটনায় দুই জন আহত হয় এবং মৃত্যু হয় একজনের। দুটি গাড়ি দ্রুত গতিতে আসছিল। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর ফলেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, শেখ মইদুল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। সে ডিহিবাগনান স্কুলের ছাত্র ছিল। সন্ধ্যার সময় বাড়ি থেকে দিদিকে নিয়ে ভাগ্নের জন্য দুধ কিনতে বের হয়েছিল ডিহিবাগনানে। কিন্তু ডিহিবাগনানে দুধ না পেয়ে দিদিকে নামিয়ে রেখে ভাগ্নের জন্য মোটর বাইকে করে সামতা যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে মাদারচক মোড়ে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটে। এই বিষয়ে তাঁর কাকা শেখ সামসুর জানায়, দোকানে ছিলাম। তারপর দুর্ঘটনার খবর জানতে পারি। বাড়ি থেকে কখন বের হয়েছে জানি না। গাড়ি নিয়ে ও ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ করে এই খবর পাই। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ডিহিবাগনান স্কুল থেকে।

দুর্ঘটনায় জখম ছাত্রী, স্কুলে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন রামপুরহাট: দুর্ঘটনায় আহত ছাত্রী। প্রতিবাদে রামপুরহাটের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতিতে অভিভাবকরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

বুধবার ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার লক্ষ্মীবাটি গ্রামের কাছে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দোতলার কাঁচের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয় চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে রামপুরহাট গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত ওই ছাত্রীর নাম নাইড়া সাউ। তার বাড়ি বীরভূমের নলহাটির পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই ইংরেজি মাধ্যমে বুধবার দোতলায় খেলা করার সময় পড়ুয়াদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। সেই সময় দোতলার কাচ ভেঙে ছাত্রী নীচে পড়ে যায়। সেই ঘটনায় আতঙ্কিত স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। অভিভাবকদের অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারই প্রতিবাদের স্কুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অভিভাবকরা।

যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এটা একটা দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্কুলের যে সমস্ত জায়গায় রেলিং নেই সেখানে রেলিং লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে অভিভাবক এবং বিশিষ্ট মানুষদের কাছ থেকে আমরা পরামর্শ চাইছি। তবে এই ছাত্রী এই মুহূর্তে ভালো আছে। স্কুলের পক্ষ থেকে তার চিকিৎসা চালানো হচ্ছে। ছাত্রীর চোয়ালের আঘাত গুরুতর। কয়েকটি দাঁত ভেঙেছে। আমরা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।'

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ইমেল: asutosh@asutosh.co.in ফোন নং : ৪০৫৫৬৮০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৩৮১.০০	৩৮০.৬৭	(৭.২৪)	৭৫৭.১৬	১৬১.৬২	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৩৮১.০০	৩৮০.৬৭	(৭.২৪)	৭৫৭.১৬	১৬১.৬২	১৫৪.৮১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	২৭৫.৩৫	২৭৫.৬৭	(৫.২৪)	৫৪৬.৫১	১১৬.৬২	১১১.১৪
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	২৭৫.৩৫	২৭৫.৬৭	(৫.২৪)	৫৪৬.৫১	১১৬.৬২	১১১.১৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১,২৩২.১৭
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	১২.২৯	১২.৩০	(০.২৩)	২৪.৩৯	৫.২০	৪.৯৬

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের 'অচিনপুর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইদানিং খবরের কাগজের পাতা খুললেই কপালের ভাঁজ চওড়া হচ্ছে। অ্যানুয়াল স্টেটাস অব এডুকেশন রিপোর্টের (এসার) একটি সমীক্ষা যেখানে 'কিশোরদের মধ্যে বাড়ছে স্মার্টফোনের নেশা', 'মোবাইলে পড়া নয়, কৈশোর গিলে খাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া'। গত বছরের ৬ অগস্ট দিনটি ছিল একদিকে হিরোশিমা দিবস ও অপরদিকে বন্ধুত্ব দিবস। এই দুটো দিনকে একসঙ্গে স্মরণে রেখে কোলাজ সম্রাট তপন সাহার ভাবনায় 'চিহ্ন নিয়ে চিহ্ন ঘাট' এর উদ্যোগে হুগলি-চুঁচুড়ার বকুলতলা আড্ডাঘাটে জন্ম নিয়েছিল মোবাইল ছাড়া নির্ভেজাল আড্ডা। কাছাকাছি জেলাগুলো থেকেও আড্ডাবাজরা আসতে শুরু করলে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে আবার জন্ম নিয়েছিল অন্য আর এক ভাবনার।

গত ৫ নভেম্বর 'আড্ডার সমাগমে, বিজয়ার প্রণামে'র অনুষ্ঠানেই প্রথম অনুষ্ঠিত হল মোবাইল ফোনকে 'শুধুমাত্র যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই' ব্যবহারের বার্তা নিয়ে সামিজিক দায়বদ্ধতার শ্রুতিনাটক 'অচিনপুর'। নাট্যকার অমল চক্রবর্তী। প্রযোজনা ও পরিচালনা চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট, ব্যান্ডেল।

বর্তমান সময়ের কিশোর কিশোরী থেকে বাচ্চাদের অভিভাবকরাও যেভাবে মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছেন সেখান থেকে মানুষকে সরে আশায় বার্তা দিতেই এগিয়ে এসেছেন 'চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট' এর অধিকারী মশাই তপন সাহা সহ আড্ডাবাজরা। মাত্র তিনটি মাসের মধ্যেই মিনিট পনেরোর এই শ্রুতিনাটকটির বার্তা পৌঁছে গেছে জেলা ও শহরের বিভিন্ন বইমেলা সহ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মঞ্চেও।

সম্প্রতি কোন্নগর বিজ্ঞান মঞ্চের পরে বিক্রমনগর হরনাথ নীরদা সুন্দরী ঘোষ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা সহ স্থানীয় অভিভাবকদের মাঝে মঞ্চস্থ হল 'অচিনপুর'।

এই প্রসঙ্গে 'চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট' এর অধিকারী বলেন, মোবাইল ও ইন্টারনেটের অত্যধিক ব্যবহার আমাদের জীবনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদ আজ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে, স্মার্টফোনের মতো বৈদ্যুতিন গ্যাজেটের অপব্যবহার নেশা থেকে সচেতন করতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি বোঝাই লরি নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গায়ের জোরে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি পরিবহণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামলেন এলাকাবাসী। বালি বোঝাই একাধিক লরি আটক করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। ঘটনা বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার মানাচরের সীতারামপুর কলোনি এলাকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি দামোদর নদের মানাচর এলাকা লাগোয়া একটি বালিঘাট থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি পায় এক বালি কারবারি। সেই ঘাট থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি মিললেও কোন রাস্তা দিয়ে সেই বালি পরিবহণ করা হবে তা এখনো নির্দিষ্ট হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কার্যত গায়ের জোরে বালি কারবারি বড় বড় লরিতে করে সীতারামপুর এলাকার গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি পরিবহণের চেষ্টা করছে। এমনটা হতে থাকলে সীতারামপুর এলাকার গ্রামীণ রাস্তা অচিরেই বেহাল হয়ে পড়বে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে এলাকার মানুষের বাড়িঘর। এই আশঙ্কায় বালি বোঝাই লরি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকাবাসী। অবিলম্বে ওই গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে বালি পরিবহণে তীব্র আপত্তি জানানো হয় গ্রামবাসীদের তরফে। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না করলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in ফোন নং : ৪০৫৫৬৮০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৩৬.০০	৩৬.০০	৪৮.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	৩৬.০০	৩৬.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৪.২৯	৬.৪৩	৩.৯৫	৬.৭৮	(৪.২২)	২২.৪২	৪.২৭	৬.২৮	৩.৯৫	৬.৪৮	(৪.২২)	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৪.২৯	৬.৪৩	৩.৯৫	৬.৭৮	(৪.২২)	২২.৪২	৪.২৭	৬.২৮	৩.৯৫	৬.৪৮	(৪.২২)	২২.০৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৩.৬১	৬.০৩	৩.৯৫	৫.৭০	(৪.২২)	১৮.৯৩	৩.৫৯	৫.৮৮	৩.৯৫	৫.৪০	(৪.২২)	১৮.৬০
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	৩.৬১	৬.০৩	৩.৯৫	৫.৭০	(৪.২২)	১৮.৯৩	৩.৫৯	৫.৮৮	৩.৯৫	৫.৪০	(৪.২২)	১৮.৬০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৪৯০.২৫	-	-	-	-	-	৪৮৫.৮৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.০৭	০.১২	০.০৮	০.১২	(০.০৯)	০.৩৯	০.০৭	০.১২	০.০৮	০.১১	(০.০৯)	০.৩৮

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

নির্মলার বাজেটে বিশেষ নজর পূর্বাঞ্চলে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: চলতি বছরই লোকসভা ভোট। তাই এবারে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের সুযোগ পায়নি কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু ৩ মাসের ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করেই অর্থমন্ত্রী যেন বুঝিয়ে দিলেন পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতের দিকে 'পাখির চোখ' রাখতে চলেছে বিজেপি। এমনটাই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

এদিন লোকসভায় নির্মলাকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা দেশের পূর্বাঞ্চলকে বৃদ্ধির আওতায় আনতে চাইছি। বিশেষ নজর পূর্বাঞ্চলের দিকে।' তাঁর এই মন্তব্যকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। 'তিসরি বার মোদি সরকার, আব কি বার ৪০০ পার।' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নাকি এমনই টার্গেট বিজেপির। কিন্তু পরে জানা গেল, লক্ষ্য কমিয়ে ৩৫০ করা হয়েছে। ভোটের টার্গেট ৫০ শতাংশ। আর সেদিকে তাকিয়েই বিজেপি যে নিশ্চিত আসনগুলোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন টার্গেট তৈরি করছে, সেব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্লেষকরা। আর তাই দেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দিকে লক্ষ্য রাখতে চাইছে পদ্ম শিবির। পাশাপাশি উত্তরপূর্বের সিকিম, অসম, ত্রিপুরা ছাড়াও মণিপুরের দিকে বিশেষ নজর থাকবে। আসলে উত্তর, মধ্য, পশ্চিম ভারতে নিরঙ্কুশ জয় এলেও আসনসংখ্যা বাড়াতে পূর্বাঞ্চলের দিকেই নজর ঘোরাচ্ছে বিজেপি। সেই ইঙ্গিতই মিলল এদিন অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণেও।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরও ২ কোটি বাড়ি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের প্রাপ্য আবাস যোজনার বরাদ্দ আটকে রাখা নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই বাজেটে বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের। এবার মধ্যবিত্তদের জন্য নয়া আবাস যোজনা আনবে কেন্দ্র। যা মধ্যবিত্তদের নিজের বাড়ি তৈরির স্বপ্ন পূরণ করবে।

এমনিতে কেন্দ্র পিএম আবাস যোজনার আওতায় গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরিব নাগরিকদের বাড়ি তৈরিতে সাহায্য করে। গ্রামীণ এলাকায় সরাসরি গরিব নাগরিকদের বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হয়। যা পিএম আবাস যোজনা গ্রামীণ হিসাবে পরিচিত। আবার কোভিডকালে শহর এলাকায় নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য পিএম আবাস যোজনা (শহর) চালু করা হয়। সেই প্রকল্প এখন বন্ধ। ফলে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তরা আবাস যোজনার কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এদিন ঘোষণা করলেন, মধ্যবিত্তদের জন্য এবার নতুন আবাস যোজনা চালু করা হবে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পের সাফল্যও তুলে ধরেন তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'কোভিড কালে কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলেও পিএম আবাস যোজনার কাজ চলেছে। আমরা প্রায় ৩ কোটি বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গিয়েছি। আগামী পাঁচ বছরে ওই প্রকল্পে আরও ২ কোটি বাড়ি বানানোর টার্গেট নিয়েছি আমরা। একই সঙ্গে নির্মলার ঘোষণা, দেশের এক কোটি বাড়ির ছাদে সৌরশক্তি প্রকল্প বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধনের পবিত্র দিনে এই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনকী ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এদিন বাজেট ভাষণে নির্মলা দাবি করেছেন, মোদি সরকার দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশ চায়। তাই নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদেরও জীবন জীবিকার মান বাড়াতে হবে। নির্মলার দাবি, গত ১০ বছরে সাধারণ নাগরিকদের আয় বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

ঘোষণা নির্মলার

নির্বাচনী প্রচারে বাইডেন ও ট্রাম্পের বয়স নিয়ে কটাক্ষ করলেন নিকি হ্যালি

ওয়াশিংটন, ১ ফেব্রুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প 'খিটখিটে বুড়ো'। প্রবীণ দুই নেতার বয়স নিয়ে এইরকমই বেনজির আক্রমণ করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রিপাবলিকান নেত্রী নিকি হ্যালি। শুধু তাই নয় দুই নেতাকে কটাক্ষ করে নানা রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। জানা গিয়েছে, এক নির্বাচনী প্রচারে রিপাবলিকান নেত্রী নিকি হ্যালি বলেন, দুই বন্ধু যাঁরা ৮০ বছরে প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন। আমরা কি তাঁদের সঙ্গে এই নির্বাচন চাই? এর আগেও তাঁকে একবার বলতে শোনা গিয়েছিল, আমাদের চারপাশে অনেক বয়স্করা রয়েছেন। যেমন জো বাইডেন। আমি শুধু বলতে চাইলাম ওনার বয়স হয়েছে। এর পরই এক্স হ্যান্ডেলে নিকি দুই নেতাকে কটাক্ষ করে একটি বিজ্ঞাপন পোস্ট করেন। যেখানে দেখা গিয়েছে, একটি কৌতুক সিনেমা 'গ্রাম্পি ওল্ড ম্যান'-এর পোস্টারে দুই নায়কের বদলে ট্রাম্প ও বাইডেনের ছবি। ক্যাপশনে লেখা, 'এই রিম্যাচ কেউ চায় না।'

বলে রাখা ভালো, আসন্ন নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক নেতা জো বাইডেন ও রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ৫২ বছরের নিকি হ্যালি। নির্বাচনী প্রচারে দুই নেতার বয়সকে হাতিয়ার করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে রিপাবলিকানদের প্রতিযোগিতায় ট্রাম্পের থেকে পিছিয়ে রয়েছেন নিকি। নিউ হ্যাম্পশায়ার ও আইওয়া আসনে জয় পেয়েছেন ট্রাম্প। তাই জনগণের সামনে নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরার মরিয়া চেষ্টা করছেন নিকি। চাইছেন নিজেকে নতুন প্রজন্মের নেতা প্রমাণ করতে। এই জন্য দু'জনের বয়স উল্লেখ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন বলে মত বিশ্লেষকদের। উল্লেখ্য, দু'বার দক্ষিণ ক্যারোলিনার গভর্নরের দায়িত্ব সামলেছেন নিকি। ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মার্কিন অ্যাম্বাসাডরও। বরাবরই ট্রাম্পের কড়া সমালোচক তিনি। ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই ২০১৮ সালে আচমকা ইস্তফা দিয়ে দিয়েছিলেন নিকি। আগামী মাসেই দক্ষিণ ক্যারোলিনায় আরেকটি নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। যেখানে জয় নিয়ে আশাবাদী নিকি।

ভারী তুষারপাতে স্তব্ধ হিমাচলের জনজীবন

কুলুতে ছুটি ঘোষণা স্কুল-কলেজে

কুলু, ১ ফেব্রুয়ারি: শীতের মরশুমের অর্ধেকেরও বেশি সময়ে হিমাচল প্রদেশের কুলু, মানালি, অন্যদিকে উত্তরাখণ্ডের অওলি, জম্মু-কাশ্মীরের গুলমার্গ, সোনমার্গে তুষারপাতের দেখা মেলেনি। যে তুষারপাতের টানে এ সব শৈলশহরে পর্যটকরা বার বার ছুটে যান, এ বার হিমাচল, উত্তরাখণ্ড এমনকী ভূস্বর্গও তাঁদের হতাশ করেছে। জানুয়ারি শেষের দিন থেকে এ সব জায়গায় আচমকাই আবহাওয়ার রূপ বদলে গিয়েছে।

দিন দুয়েক আগে থেকেই তুষারপাত শুরু হয় হিমালয় অঞ্চলের এই রাজ্যগুলিতে। বুধবার থেকে তুষারপাতের পরিমাণ আরও বেড়েছে। হিমাচল প্রদেশের মানালিতে ভারী তুষারপাতের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্য আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মানালিতে এক ফুটের মতো তুষারপাত হয়েছে। লেহ-মানালি হাইওয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তুষারপাতের জেরে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার তুষারপাতের পরিমাণ আরও বাড়বে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় কুলুতে স্কুল-কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে প্রশাসন। হিমাচলের চিড়গাঁওতে সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়েছে। আড়াই ফুট বরফের নীচে চলে গিয়েছে চিড়গাঁও। অন্যদিকে, মানালির কোঠিতেও দেড় ফুটের মতো তুষারপাত হয়েছে। এ ছাড়াও সোলাংনালায় দু'ফুট এবং অটল টানেলের আশপাশে তিন ফুটের মতো তুষারপাত হয়েছে।

এক দিকে ভারী তুষারপাত, অন্য দিকে বিদ্যুৎ এবং জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চরম ভোগান্তির মুখে মানালির বাসিন্দারা। মানালিতে রাস্তার উপর বরফের মোটা চাদর থাকার কারণে গাড়ি নিয়ে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে খুন হলেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের এক নেতা

ইসলামাবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি: বুধবার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে খুন হলেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের এক নেতা। প্রকাশ্যে তাঁকে গুলিতে ঝাঁজরা করে পালাল অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন পিটিআইয়ের তিন সমর্থকও। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটপ্রচার। সেই মিছিলেই এবার গুলি চলার অভিযোগ উঠল। জানা গিয়েছে, নিহত নেতার নাম রেহান জাইব খান। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে গরাদের পিছনে রয়েছেন ইমরান। এইবারের নির্বাচনে তাঁর দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে পাক আদালত। তাই নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন রেহান। খাইবার পাখতুনখোয়ার সিদ্দিকাবাদ ফটক বাজার এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই মিছিলেই অজ্ঞাত পরিচয়ের আততায়ীরা তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছন পুলিশ আধিকারিকরা। দুষ্কৃতীদের ধরতে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় রেহানের। গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন তাঁর তিন সমর্থক।

এ বিষয়ে পাক পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, পিটিআই নেতা রেহান জাইব খান এনএ-৮ বাজাউর কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে আততায়ীরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর তিনজন সমর্থকও এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় আতঙ্কিত সকলে। যে অঞ্চলে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি আফগান সীমান্ত ঘেঁষা। গত কয়েকমাসে এই খাইবার পাখতুনখোয়ায় বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ফলে বুধবারের ঘটনায় জেহাদিদের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকরা। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

ইয়েমেনের ঘাঁটিতে হামলা আমেরিকার, ধ্বংস ইরানের ড্রোনও

ওয়াশিংটন, ১ ফেব্রুয়ারি: এডেন উপসাগরে আমারিকার অভিযান। মার্কিন সেনার হামলায় ধ্বংস হল হাউথিদের ১০টি ড্রোন ধ্বংস। সেই সঙ্গে ইরানের তিনটি ড্রোনও গুলি করে ধ্বংস করেছে মার্কিন নৌবাহিনী। তবে গোটা ঘটনায় কারোওর হতাহতের খবর মেলেনি। ইরানি ড্রোন ও হাউথিদের মিসাইল ধ্বংস বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মার্কিন নৌসেনা।

সপ্তাহের শুরুতেই মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ইরানের জঙ্গি গোষ্ঠীর দিকে। এবার তাদের পালটা দেওয়ার পথে হাঁটছে আমেরিকা। মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, এডেন উপসাগরে তিনটি ইরানি ড্রোন ও হাউথিদের মিসাইল ধ্বংস করেছে মার্কিন নৌসেনা। জাহাজ লক্ষ্য করে হামলার জন্য তৈরি হচ্ছিল হাউথি মিসাইলটি। সেই সঙ্গে ইয়েমেনের অন্তত ১০টি হামলাকারী ড্রোনও ধ্বংস করা হয়েছে এডেন উপসাগর এলাকায়। ঘাঁটি থেকে আমেরিকার দিকে হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ১০টি ড্রোন। তবে গোটা ঘটনায় ইরান বা হাউথিদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

প্রসঙ্গত, গত দু'মাস ধরে লোহিত সাগরে মার্কিন বাণিজ্যতরীতে হামলা চালিয়েছে ইরানের মদতপুষ্ট হাউথি জঙ্গিরা। এহেন পরিস্থিতিতে রবিবার জর্ডানে সিরিয়া সীমান্তে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলার জেরে মৃত্যু তিন মার্কিন সেনার। আহত অন্তত ৪০ জন। এরপরেই বুধবার এডেন উপসাগরে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় আমেরিকা।

বন্দে ভারত নিয়ে বড় ঘোষণা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: বাজেটে রেলের ঝুলিতে বড় উপহার। অন্তর্বর্তী বাজেটেও রেল নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। রেলওয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়নে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইকোনমিক করিডর তৈরির ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, দেশের অন্দরে শক্তি, খনিজ ও সিমেন্ট পরিবহনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক করিডর তৈরি করা হবে। পাশাপাশি তৈরি হবে হাই ট্রাফিক ডেনসিটি করিডরও।

এ দিন বাজেটের ঘোষণায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, 'মাল্টি-মডেল কানেকটিভিটির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি যোজনার অধীনে একাধিক রেলওয়ে প্রকল্পের কাজ চলছে। লজিস্টিক বা পণ্য পরিবহণ ও খরচ কমাতে সাহায্য করবে এই প্রকল্প। তিনটি ইকোনমিক করিডর তৈরি করা হবে। শক্তি, খনিজ ও সিমেন্ট পরিবহণের জন্য এই করিডরগুলি ব্যবহার করা হবে।'

যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে হাই ট্রাফিক ডেনসিটি করিডর তৈরির ঘোষণাও করেন অর্থমন্ত্রী সীতারমণ। গুরুত্বপূর্ণ রেল রুটগুলিতে ভিড় কমাতে ও যাতায়াতের সময় কমাতে এই করিডর ব্যবহার করা হবে। এতে যাত্রী সুরক্ষাও নিশ্চিত হবে। এই করিডরগুলি তৈরি হলে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি হবে এবং লজিস্টিক বা পণ্য পরিবহনের খরচও তুলনামূলকভাবে কমবে।

বন্দে ভারত নিয়েও বড় ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, যাত্রী সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ৪০ হাজার রেলবগিকে বন্দে ভারত স্ট্যান্ডার্ডের অর্থাৎ বন্দে ভারতের কোচের মতো পরিবর্তিত করা হবে।

হেমন্ত জেলে যেতেই 'নিখোঁজ' ৪ বিধায়ক

রাঁচি, ১ ফেব্রুয়ারি: একদিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। জানা গিয়েছে, হেমন্তকে ১০ দিনের জন্য হেপাজতে চেয়ে আবেদন করেছিল ইডি। কিন্তু আপাতত একদিনের জন্য জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে রাঁচির বিশেষ আদালত। অন্যদিকে, বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়ে ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনকে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। এহেন পরিস্থিতিতে শোনা গিয়েছে, কংগ্রেস-সহ শাসক জোটের সকল বিধায়ককে ঝাড়খণ্ড থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, চম্পাই সোরেনের সমর্থনে সই করেছেন ঝাড়খণ্ড মহাজোটের ৪২ জন বিধায়ক। যদিও জেএমএমের দাবি, চম্পাইয়ের জন্য ৪৭জনের সমর্থন রয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের কাছে চিঠি দিয়ে চম্পাই জানিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সমর্থন রয়েছে তাঁর সঙ্গে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.T. No. : UKM/PHC/007(e)/2023-24 dt.01.02.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for supply, fittings & fixing of 55000 nos. Septic tank pipe Nylon cover. Documents download start date & Bid submission start date–**02.02.2024**. Bid Submission Closing Date – **13.02.2024.** For Details:-https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 08 nos. (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **31/01/2024 to 12/02/2024.** Vide **NIT- 09/ PMKSY-WDC 2.0/04/ Jhalda-II-NRM /2023-24.**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in
Assistant Director of Agriculture
Jhalda II Block, & PIA,
Sahahar-Mamudih Watershed
Purulia

Office of the Prodhan,
Niallishpara- Goaljan Gram Panchayat,
Under Behampore Dev. Block.
Vill, P.O-Tikiapara,
Dist- Murshidabad.
E-N.I.T.- 18/5th SFC TIED/ NGGP / 2023-24
Dated : **02/02/2024** is hereby invited through online by the Prodhan, NGGP, Berhampore, MSD. for Civil works up to **06/02/2024.**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
Niallishpara Goaljan G.P

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
2nd Call
N.I.E. ET. No. 216/PW/Eng/23
Dt. 29.09.23
Visit to website :
www.wbtenders.gov.in
For Details please contact to
Tender Cell, AMC
Sd/-
Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

NOTICE INVITING TENDER
On Line
Prodhan, Duttapukur-I Gram Panchayat under Barasat-I Development Block, North 24 Parganas, invites Tender against **NIT No. DTK-I G.P/21/NIT/5th SFC FUND (UNTIED)/ '23-'24 (10 Nos.)**. Date of Publishing : **01.02.2024**. Start Date of Downloading Documents : **01.02.2024**. Last Date of Submission of Bid : **08.02.2024**. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Duttapukur-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MAHALANDI-I GRAM PANCHAYAT
KANDI DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
N.I.E.T NO.:-10/MHND-I.G.P/2023-24
Dated:-27/01/2024, Last date of dropping:-**04/02/2024 (11:00AM),** Date of opening:- **06/02/2024 (11.30AM)**
Details see:- www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Mahalandi-I G.P.

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 06(3rd CALL)/2023-24, Memo No: GGP-376(8), Date: 30/01/2024
Publishing & Bid Submission Start Date: **30/01/2024 (from 2.00 PM),** Bid Submission Closing Date: **10/02/2024 (up to 05.00 PM),** Bid Opening Date: **13/02/2024 (12.00 PM)**
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites E-tender vide memo no. **WBMAD/CM/ DRN/ PWD/ NIT -39/23-24, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT -44/23-24, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT -45/23-24, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT -68/23-24, WBMAD/ CM/ BTRD/ PWD/ NIT -69/23-24** for various works in different wards under Chakdaha municipal area. For further information please visit www.wbtenders.gov.in

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
Sealed tenders are invite for Three numbers Electrical works Vide **NIT NO - UKM/ Electrical/005/2023-24 Dt- 31.01.2024.** Last date & time of receiving application: 07.02.2024 upto 2-30P.M. Last date & time for submission of bid documents : 22.02.2024 upto 1-00P.M. For Details:- **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman
UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)
The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **18/PGP/15th FC/2023-24, (Tender ID: 2024_ZPHD_658423_1 to 4)** for 4 nos. different type of work.
Bid submission start date (online) **03/02/2024 from 10-30 a.m,** Bid submission closing date (online) **12/02/2024 upto 5-30 p.m,** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from "http://wbtenders.gov.in"
Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/21 of 2023-24, Date: 15.01.2024. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 26 nos. of Work vide **Tender Id: 2024_ZPHD_652878_1 to 26** and Last Date of Bid Submission is **16.02.2024.** For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

e-TENDER NOTICE
e-TENDERS are invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. **Tender Notice No: CHOW-II/44/24.**
Tender Notice No: CHOW-II/45/24.
Dated: **30/01/2024.**
Last date of Bid submission: **15/02/2024.**
Technical Bid open: **19/02/2024 at 11 AM.**
For more details please visit: https://wbtenders.gov.in or contact to the G.P Office.
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat,
Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for development works at different Wards under Garulia Municipality under 15th Finance Commission (Untied Fund).**e-Tender No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-11/2023-24 Date:29-01-2024**.e-Tender ID: 2024_MAD_655820_1, Tender Value:Rs.1,39,834-00. e-Tender ID : 2024_MAD_655820_2, Tender Value:Rs.1,18,041-00. e-Tender ID: 2024_MAD_655820_3, Tender Value: Rs.1,75,332-00. e-Tender ID: 2024_MAD_655820_4, Tender Value: Rs.1,37,736-00. e-Tender ID: 2024_MAD_655820_5, Tender Value :Rs.1,66,795-00. e-Tender ID : 2024_MAD_655820_6, Tender Value: Rs.1,09,381-00. e-Tender ID: 2024_MAD_655820_7, Tender Value: Rs.1,03,815-00. e-Tender ID: 2024_MAD_655820_8, Tender Value:Rs.1,44,921-00. Start date of Bid Submission: 30-01-2024 6-30 p.m. Bid Submission End Date: 15-02-2024 5-30 p.m. Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-Sri Ramen Das,Chairman
Garulia Municipality

Nalikul Purba Gram Panchayat
Nalikul, Haripal, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced & bonafied resourceful contractor for different development works of **NIT No.: 016/NPG/2023-24 (Sl.- 1 to 3) & Memo No.: 018/NGP/ 2024, Date: 24.01.2024.** Fund: 5th SFC (untied) and **NIT No.: 017/ NPG/2023-24 (Sl.- 1 to 2) & Memo No.: 027/NGP/2024, Date : 01.02.2024.** Fund: XV (Tied). Bid Submission Start Date (Online): **25.01.2024 (NIT-16) & 02.02.2024 (NIT-17) at 17:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **08.02.2024 (NIT-16) & 12.02.2024 (NIT-17) at 17:00 Hrs.** Bid Opening Date (Online): **09.02.2024 (NIT-16) & 15.02.2024 (NIT-17) at 10:00 Hrs.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-,
Pradhan
Nalikul Purba Gram Panchayat

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from bonafied resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: 294/SING II/2023-24 (Sl. No. 1-3), Fund: 15th FC (Tied) & 295/SING II/2023-24 (Sl. No. 1-6), Fund: 15th FC (Untied), Date: 29.01.2024.** Date of Publication on Online: **30.01.2024 at 12.00 PM.** Last Date of Dropping of Online Tender Form: **12.02.2024 up to 06:30 PM.** Date of Opening of Tender: **15.02.2024 at 10:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-,
Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-232 to 235/23-24 Dated. 01-02-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Nadia and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **02-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **12-02-2024 & 16-02-2024 upto 3.00 pm** as per NIeT.
Date: 01.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.T. NO. – UKM/002/ WW/ 2023-2024, DATED – 01.02.2024
100 mm dia D.I. Pipe line washing at different ward under Uttarpara Kotrung Municipality. Bid Submission closing Date – 16.02.2024. For More Details–Visit **www.uttarparamunicipality.in**
Sd/-
Chairman
UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

NOTICE INVITING TENDER
The Prodhan Dharmapur-II G.P. has invited e-Tenders vide **NIT No.- DH-II/11/2023-24 (Fund – SBM-G),** Publishing Date:- **02/02/2024** & Bid submission Start Date :- **02/02/2024** for works under Dharmapur–II G.P. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid on **09/02/2024.** Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or **https://etender/wb.nic.in**
Sd/- Prodhan,
Dharmapur -II G.P.,
Gaighata Dev. Block,
(N) 24 Pgs

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1.	RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF HARIDAS DUTTA ROAD (FROM RAKSHIT MORE TOWARDS RAJU DAS BURNING GHAT) IN WARD NO. III, IV, V, VI & XIII WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 34/2023-24 (2nd Call)

Tender ID: **2024_MAD_652859_1**. Bid submission starting date: **02/02/2024 at 09:00 AM.** Bid submission closing date: **16/02/2024 at 05:30 PM.** Details may be seen in the website: https://wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
Joynagar Mozilpur Municipality

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR
e-Tender has been invited for :-
NIT No. : 1385/PWD(BMC) Dated : 30.01.2024 (3rd Call) of Tender ID : **2024_MAD_658163_1** for **"Development of adjacent area of newly constructed UHWC within Ward No. 02 under BMC".** Last Date of Bid Submission : **10.02.2024** up to **15.00 Hrs.** Bid Opening Date : **12.02.2024** at **15:30 Hrs.** Corrigendum, if any will be published in Website & Office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in,** office Website (**bmcwbgov.in**) & Office Notice Board.
Sd/-
Superintending Engineer, Health
Bidhannagar Municipal Corporation

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 67/2023-24 & Memo No.: 160, Date: 31.01.2024,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **14.02.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
NIT No. 09-TN/EE/P&D/23-24 তারিখ : ৩১.০১.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), এইচএমসি-**এইচএমসি অধীন শৈলেন মান্না ক্লাব হাউস এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড সরবরাহের জন্য** সঙ্গতিপন্ন, প্রখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পি অ্যান্ড ডি বিভাগীয় ওয়েবসাইট : **https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৬.০২.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।** উল্লেখ্য টেন্ডার আইডি : **2024_MAD_657439_1।**
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করতে পারেন।
২৫৮(৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১.২.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Khadi India
KHADI GRAMODYOG BHAVAN
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES, GOVT. OF INDIA
24, Chittaranjan Avenue, Kolkata-12, Phone: (033) 2237 6339
SEALED TENDER NOTICE
A Special Khadi Exhibition is going to be organized by Bengal Federation of Certified Khadi Institutions under the aegis of Khadi Gramodyog Bhavan, Kolkata at **"CMS St. John's House Compound", Krishnagar, Nadia** from **16/02/2024 to 25/02/2024.** Sealed Tenders are invited from the registered Professional Agencies / Contractors / Organizers with sufficient credential of during the last three years from any Govt. or Semi Govt. Agency with proven track record in handling assignments viz. (i) Erection of Stall, ii) illumination of Exhibition auditorium iii) arrangement of necessary permission from local administrative authorities (iv) Printing & Publicity Work & ancillary works.
Interested parties may submit their offers for the entire work in sealed envelope quoting separate rate, logistic arrangement charge, obtaining statuary clearance and for printing and publicity work etc. or only publicity or only printing work.
The offer should be submitted in prescribed format along with **Earnest Money of Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand)** only payable by Demand Draft in favour of **"Bengal Federation of Certified Khadi Institutions"** payable at Berhampore, Murshidabad. The tender box will remain at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B. The separate prescribed Tender Form will be available at a cost of Rs. 2000/- payable in cash at the above address within working hours **last date for submission of Tender is 12/02/2024 by 2.00 p.m.** and the Tender opening on the same day right at 2.30 p.m. at Bengal Federation of Certified Khadi Institutions, 34-36 K.N. Road, Municipal Market Complex (Extension), Berhampore, Murshidabad, W.B.
The authority reserves the right either to accept or reject any or all of the offers without assigning any reason whatsoever.
Sd/- General Secretary
Bengal Federation of Certified Khadi Institutions

রিভার্স সুইপে মগ্ন গিলরা রোহিতের নজর কুলদীপে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোপওয়েতে কৈলাসগিরি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে মাথাপিছু খরচ ১০০ টাকা। ২ ফেব্রুয়ারি ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টের প্রথম দিন থেকে সেই ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হল আরও ২০ টাকা। কারণ, পাহাড়ের চূড়া থেকে পরিষ্কার দেখা যায় এডিএ-ভিডিসিএ স্টেডিয়াম। সেখানে বসে ম্যাচ উপভোগ করার মজা অন্য রকম। এক দিকে মাঠ। অন্য দিকে সমুদ্র। মাথা থেকে নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা কখন যে উধাও হয়ে যাবে, টের পাওয়া যায় না।

আইপিএল ম্যাচ থাকলে রোপওয়ের ভাড়া বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০ টাকা। কারণ, ক্রিকেটের সঙ্গে বিনোদনও যে মিশে থাকে ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি লিগে। টেস্ট ম্যাচ নিয়ে বিশাখাপত্তনমের মানুষদের মধ্যে আগ্রহ নেই বললেই চলে। টিকিটও তাই বিক্রি করা হচ্ছে ১০০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। সিজন টিকিট ৪০০ থেকে ১৫০০ টাকা।

টিকিটের দাম এত কমানোর পরেও অন্ধ্রপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার সচিব গোপীনাথ রেড্ডি মনে করেন, মাঠ খুব একটা ভরবে না। তাই নর্থ স্ট্যান্ড ছাড়া আপার টিয়ারের কোনও টিকিটই বিক্রি করা হচ্ছে না। প্রথম দিন যদি লোয়ার টিয়ারের আসনগুলো ভরে যায়, তবেই বিক্রি শুরু হবে উপরের দিকের গ্যালারির টিকিট। মাঠ ভরে ওঠার একটাই সম্ভাবনা, যদি প্রথম দিন ভারত ভাল জায়গায় থাকে।

ব্রেন্ডন ম্যাকালামের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভাবিত বাজবল ক্রিকেটকে টেক্কা দেওয়ার পরীক্ষা। প্রথম ম্যাচে প্রথাগত টেস্ট খেলতে গিয়ে ১৯০ রানে এগিয়ে থেকেও ০-১ পিছিয়ে গিয়েছে ভারত। এ বার কি তা হলে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট-দর্শন রপ্ত করেই বিপক্ষকে হারানোর পরিকল্পনা? ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর বলে গেলেন, ‘‘আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার নির্দেশ দেওয়া হয় না। যার যেটা স্বাভাবিক, তাকে ঠিক সেটাই করতে বলা হয়।’’

কিন্তু তাঁর কথার সঙ্গে মিলল না অনুশীলনের চিত্র। যশস্বী জয়সওয়াল থেকে রোহিত শর্মা। শুভমন গিল থেকে ওয়াশিংটন সুন্দর। এমনকি রজত পাটীদার, সরফরাজ খানরাও সুইপ ও রিভার্স সুইপের মহড়ায় মেতে উঠলেন। স্পিনারকে পিচের বিপজ্জনক জায়গায় বল ফেলার সুযোগ দিতে চাইলেন না কেউ। শুধুমাত্র আর. অশ্বিন, কে এস ভরত ও কুলদীপ যাদবকে খুব একটা সুইপ মারতে দেখা গেল না। স্টেপ আউট করেই স্পিনারদের সামলানোর চেষ্টা করছিলেন তাঁরা।

হায়দরাবাদে অলি পোপ যে রিভার্স স্কুপ মেরে বিস্মিত করেছেন, নেটে এ দিন সেই শট মারতে দেখা গেল ভারত অধিনায়ককেও। রাঠৌর যদিও বলছিলেন, ‘‘রিভার্স সুইপ মাঠে গিয়ে হঠাৎ মারা যায় না। যে কোনও শট প্রয়োগ করতে হলে তা নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়।’’ ভারতীয় ক্রিকেটারেরা সেই অনুশীলনেই ডুবে ছিলেন বুধবার।

হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সামনে শুধুমাত্র বাজবলকে টেক্কা দেওয়ারই পরীক্ষা নয়। রবীন্দ্র জাডেজা ও কে এল রাহুলের যোগ্য পরিবর্তও খুঁজতে হবে তাঁকে। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনা বাড়ছে। এ দিন নেটে সবার আগে ব্যাট করতে পাঠানো হয় তাঁকে। প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যাট করেন স্থানীয় বোলারদের বিরুদ্ধে। দ্রুত উইকেট পড়ে গেলে ব্যাট হাতে তাঁকেও গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলার দায়িত্ব নিতে হতে পারে।

বিপক্ষের উইকেট দ্রুত তুলতে গেলে কুলদীপ যোগ্য পরিবর্ত। কিন্তু জাডেজার অনুপস্থিতি কি শুধুমাত্র বোলার দিয়ে পূরণ করা যায়? তিনি না থাকা মানে এক জন বাঁ-হাতি স্পিনার ও মাঝের সারির ব্যাটসম্যানেরও অনুপস্থিতি। তা কী করে মেটাবেন রোহিত? ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রতি তাই গুরুত্ব দেওয়া হয় নেটে। রোহিত, যশস্বী, শুভমনের পরেই ব্যাট করতে পাঠানো হয় তাঁকে। সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাটিং দেখেন দ্রাবিড়। পরে অধিনায়ক রোহিত তাঁকে আলাদা নিয়ে ডেকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। তার পরেই বল হাতে তুলে নেন তামিলনাড়ুর অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২১ সালে আমদাবাদের ঘূর্ণি পিচে অপরাজিত ৯৬ রানের ইনিংস রয়েছে ওয়াশিংটনের। সেই পরিসংখ্যান নিশ্চয়ই স্মৃতিতেই রয়েছে রোহিতের।

ছন্দ হারানো শুভমন গিলকে ব্যাট করানো হয় এক ঘণ্টা। শুরুর দিকে শুধুমাত্র ব্যাটের মাঝে বল লাগাচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে সুইপ ও রিভার্স সুইপের মহড়া শুরু হয় তাঁর। রজত পাটীদার ও সরফরাজ খানও আধ ঘণ্টা করে ব্যাট করেন। কিন্তু গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয় পাটীদারকেই। ছয় নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে নেটে ঢোকেন তিনি। পাটীদার ব্যাট করার সময় বল করছিলেন কুলদীপ যাদব, মুকেশ কুমার, ওয়াশিংটন ও সৌরভ কুমার। নেটের পেছনে গিয়ে রজতের ব্যাটিংয়ে নজর রাখছিলেন দ্রাবিড়। কোচের বিশেষ নির্দেশ পাওয়ার পরে তাঁকে দেখা যায় স্টেপ আউট করে স্পিনের মোকাবিলা করতে। তা হলে কি রাহুলের পরিবর্ত হিসেবে তাঁকেই বেছে নেওয়া হতে পারে?

যদিও সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে ব্যাট করলেন সরফরাজ। একটি বলেও পরাস্ত হননি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সুইপ ও রিভার্স সুইপ মারছিলেন। প্রবীণ আমরে, হরভজন সিংহের মতো প্রাক্তনরা তাঁকে খেলানোর পরামর্শ দিলেও অনুশীলনে তেমন গুরুত্ব পেলেন না সরফরাজ। সংবাদমাধ্যমের চোখে ধুলো দেওয়াও হতে পারে। ইংল্যান্ড যে হেতু সব রকম পরিকল্পনা করে নামছে, তাই সরফরাজকে ‘সারপ্রাইজ’ হিসেবে রাখা হল। পিচ নিয়ে দু’দলই বেশ দ্বিধায়। বিক্রম রাঠৌর বলে গেলেন একেবারেই ঘূর্ণিমঞ্চ। ইংল্যান্ডের জ়্যাক ক্রলি ধোঁয়াশায়। কারণ, বাইশ গজে তিনি নজরই রাখেননি। মনে করিয়ে দেওয়া যাক, শেষ তিন দিন কিন্তু পিচে জল পড়েনি!

এক দিন আগেই টেস্টের দল জানাল ইংল্যান্ড

১-০ এগিয়ে থাকা স্টোকসেরা কতটা ঝুঁকি নিলেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম টেস্টে হেরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় টেস্টে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারত। বিপক্ষের বিরুদ্ধে তাই ঝুঁকির রাস্তায় গেল না ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় টেস্টের জন্য চার বিশেষজ্ঞ স্পিনারকে রাখা হল না দলে। জোরে বোলার হিসাবে মার্ক উডের জায়গায় এলেন জেমস অ্যান্ডারসন। এ ছাড়া চোট পাওয়া জ্যাক লিচের জায়গায় টেস্টে অভিষেক হতে চলেছে শোয়েব বশিরের।

ঘরের মাঠে তিন বছর আগে শেষ বার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও প্রথম টেস্টে হেরে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিল সিরিজ। এ বারও সে রকম কিছু হতেই পারে। তবে জো রুটের সেই দল এবং বেন স্টোকসের এই দলে অনেক তফাত। এখন তারা আগ্রাসী খেলে অভ্যস্ত।

ভিসা বিতর্কে দেরিতে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বশির। লিচ ছিটকে যাওয়ায় তাঁর খেলা এক রকম নিশ্চিতই ছিল। ম্যাচের আগের দিন অধিনায়ক স্টোকস জানিয়েছেন, হায়দরাবাদে শেষ দিনে বশিরকে ডাগআউটে বসিয়ে রেখে তাঁরা টেস্ট খেলার স্বাদ উপভোগ করতে দিয়েছেন। স্টোকসের কথায়, তহঠাৎ করে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসে পড়ে বশির প্রথমে বুঝতেই পারছিল না কী হচ্ছে। আমার মনে হয় চতুর্থ দিন ও সাজঘরে বসে সময়টা উপভোগ করেছে। ও যে এত দিন দলের সঙ্গে ছিল না এবং হঠাৎ করে এসে দলে যোগ দিয়েছে, এটা নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। ও তো বল করতে ভুলে যায়নি।

স্টোকস জানিয়েছেন, দ্বিতীয় টেস্টে যে বশির খেলছেন সেটা বোলারকে গিয়ে প্রথমে বলেন কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামই। তার পরে স্টোকস নিজে যান। ইংরেজ অধিনায়কের কথায়, তআমি জানতাম ও খবরটা জানে। বশির এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি বললাম যে তোমায় খেলানোর কথা সংবাদমাধ্যমে জানাব। তাই আগেই তোমাকে এসে বলে দিলাম।

ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশ ডাকেট, ক্রলি, রুট, পোপ, বেয়ারস্টো, স্টোকস, ফোকস, রেহান, হার্টলি, বশির, অ্যান্ডারসন।

ইডেনে আজ নামার আগে চিন্তা বাড়ল বাংলার

মুম্বই দলে যোগ দিলেন ভারতীয় দলে খেলা ওপেনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোট সারিয়ে মাঠে ফিরছেন পৃথ্বী শ। ছ’মাসের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। বুধবার তাঁকে সুস্থ বলে ঘোষণা করেছে বোর্ড। তার পরেই ইডেনে মুম্বই দলে যোগ দিলেন পৃথ্বী। বাংলার বিরুদ্ধে শুক্রবার থেকে শুরু মুম্বইয়ের রঞ্জি ম্যাচ। সেই দলে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে পৃথ্বীর।

ইংল্যান্ডে নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন পৃথ্বী। সেখানে ২৪৪ এবং ১২৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তার পরেই চোট পেয়েছিলেন পৃথ্বী। গত বছর অগস্টে চোট লেগেছিল তাঁর। বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে এত দিন ব্যাট করছিলেন তিনি। বুধবার তাঁকে সুস্থ ঘোষণা করা হয়। বোর্ডের এক কর্তা বলেন, পৃথ্বী সুস্থ আছে। রঞ্জি খেলতে পারে ও। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে সেটা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।দ দেরি করেনি মুম্বইও। বাংলার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে দলে নেওয়া হয়েছে পৃথ্বীকে। প্রথম একাদশেও রাখা সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতের হয়ে পাঁচটি টেস্ট, ছ’টি এক দিনের ম্যাচ এবং একটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন পৃথ্বী। ২০১৮ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। সেই ম্যাচে শতরানও করেছিলেন পৃথ্বী। কিন্তু পাঁচ ম্যাচ খেলেই বাদ পড়তে হয় তাঁকে। চোটের কারণে দলে ফিরতেও সমস্যায় পড়েন পৃথ্বী। রঞ্জিতে ভাল খেলে ২৪ বছরের তরুণ ওপেনার আবার নির্বাচকদের নজর কাড়তে চাইবেন। বাংলার বিরুদ্ধেই শুরু তাঁর এ বারের রঞ্জি।

অনুশীলনই হল না বৃহস্পতিতে

আবহাওয়ার কাঁটা পিছু ছাড়ছে না বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বারের রঞ্জিতে বাংলা দলকে বার বার বিপদে ফেলছে আবহাওয়া। জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও কুয়াশার জন্য খেলা হয়নি। কখনও এক পয়েন্ট, কখনও তিন পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এমন অবস্থায় মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ইডেনে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ শুরু শুক্রবার থেকে। সেই ম্যাচেও বাংলার চিন্তা আবহাওয়া নিয়েই।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শুক্রবারও মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার যেমন বৃষ্টির কারণে অনুশীলন করাই যায়নি। দুই দলের কেউই অনুশীলন করতে পারেনি। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি বলেন, তএকটাই প্রার্থনা, আকাশ যেন পরিষ্কার থাকে। তাহলে পুরো খেলা হবে এবং ম্যাচে ফলাফল হবে।দ বাংলার সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, তযেটা আমাদের হাতে নেই, সেটা নিয়ে তো ভেবে কিছু হবে না। এ বারের রঞ্জিতে সত্যি আবহাওয়া আমাদের বিপদে ফেলছে। যদি হারের মুখে খেলা বন্ধ হত, তাতে নয় তবুও আনন্দ ছিল যে, বেঁচে গেলাম। এ বারে তো জেতার জায়গায় ছিলাম, যখন খেলা বন্ধ করে দিতে হয় আলো কম বলে। দেখা যাক শুক্রবার কী হয়।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ফিরতে চলেছেন ঈশান পোড়েল। তাই বাদ পড়তে পারেন সুমন দাস। মহম্মদ কাইফ, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসাবে থাকবেন ঈশান। পিচ কিছুটা শুকনো। তৃতীয় দিন থেকে স্পিনারেরা সাহায্য পেতে পারেন। তাই দুই স্পিনার করণ লাল এবং অঙ্কিত মিশ্রকে দলে রাখা হবে। মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ এবং শাহবাজ আহমেদ না থাকায় এই পাঁচ বোলার নিয়েই নামতে চলেছে বাংলা।

ব্যাটিং বিভাগেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। দুই তরুণ ওপেনার সৌরভ পাল এবং শ্রেয়াংশ ঘোষের উপর ভরসা রাখছে বাংলা।

প্রযুক্তির সাহায্য না পাওয়ায় ব্যর্থ সুনীলেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান কাপে খেলা দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতের কাছেই ছিল না আধুনিক প্রযুক্তি। এখনকার ফুটবলে ‘জিপিএস ভেস্ট’ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। এশিয়ান কাপে খেলা সব দলের কাছেই তা ছিল। কিন্তু ভারতীয় দলের কাছে তা ছিল না। জিপিএস ভেস্ট ছাড়াই খেলেছেন সুনীল ছেত্রীরা।

এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সুনীলদের জন্য জিপিএস ভেস্ট কেনা হয়েছিল। কিন্তু সেই ভেস্টগুলি বিমান পরিষেবার জটিলতায় পাননি সুনীলেরা। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এক কর্তা বলেন, তকোচ স্তিমাচ বলেছেন, ভারত একমাত্র দল যাদের কাছে জিপিএস ভেস্ট ছিল না। ফুটবলারদের উপর এর প্রভাব পড়ে। জিপিএস ভেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। কিন্তু ওই ভেস্ট আনার জন্য চারটি বিমান সংস্থা জড়িত ছিল। সেই জটিলতার কারণেই ভেস্ট আসেনি। ৪৫ লক্ষ টাকার জিনিস হারিয়েছি আমরা। নতুন করে আবার জিপিএস ভেস্ট কেনা হয়েছে। তবে সেগুলি এখনও হাতে পাওয়া যায়নি। এশিয়ান কাপে ভারতের খেলা যদিও শেষ হয়ে গিয়েছে।

এই ঘটনায় ভারতীয় ফুটবল সংস্থার দিকেই আঙুল উঠছে। বড় প্রতিযোগিতার আগে সব প্রযুক্তি হাতে কেন পাননি ফুটবলারেরা, সেই প্রশ্ন উঠছে। অনেকের মতে বাকি দেশের থেকে ভারতীয় ফুটবল কতটা পিছনে, সেটা বোঝা যায় এই ঘটনায়।

SOMANY®
টাইলস্ | বাথওয়্যার
জমিন সে জুড়ে

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেড
(রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)
ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস যা শেষ হয়েছে ৩১.১২.২০২৩ এ, সেই সময়ের জন্যে স্বতন্ত্র এবং একত্রিত
অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের নিক্ষর্ষ
(লক্ষ টাকার এককে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র						একত্রিত					
	ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
সঞ্চালনা জনিত মোট আয়	৫৯,৮৪৭	৬৪,৩২৬	৬১,৬৭৭	১,৮২,০৭৮	১,৭৭,০০৫	২,৪৪,২৭০	৬১,২১৪	৬৫,৫১৬	৬২,২৪১	১,৮৫,৩৮৩	১,৭৯,৯২৯	২,৪৭,৮৫১
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় (করপূর্ব, বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	২,৮৩৫	৩,৮৯৮	২,৩৩৯	১০,২১৬	৮,৫৯৬	১২,২৮৯	৩,২১৪	৩,৯৩৬	১,৬০১	৯,৬৫৩	৬,০৮৫	৯,৫০৪
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় করপূর্ব (বিশেষ / ব্যতিক্রমী বিষয় নির্ধারণের পর)	২,৯৬৫	৩,৮৯৮	২,৩৩৯	১০,০০৯	৮,৪৯৯	১২,১৯২	৩,৩৪৪	৩,৯৩৬	১,৬০১	৯,১২১	৫,৮৬৭	৯,২৮৬
মোট লাভ / (ক্ষতি) প্রদত্ত সময়সীমায় কর পরবর্তী (বিশেষ/ ব্যতিক্রমী বিষয় ব্যতিরেকে)	২,১০৯	২,৯৬৮	১,৭৪২	৭,৪১৬	৬,৩৩৮	৯,০০৯	২,৩৪০	২,৯৫৩	১,১৪৭	৬,৫৫০	৪,২৫২	৬,৬৯২
উক্ত সময়সীমায় মোট বিস্তারিত আয় সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তারিত আয় (কর পরবর্তী)	২,১০৯	২,৯৪৮	১,৭৪২	৭,৩৯৬	৬,২৬৫	৮,৯৩৩	২,৩৪০	২,৯৪৬	১,১৪৭	৬,৫৪৩	৪,১৯২	৬,৬৩৫
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯	৮৪৯
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)						৭৭,৪৭১						৭৭,৮৪৮
শেয়ার প্রতি আয়												
বেসিক (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৪.৯৭	৬.৯৯	৪.১০	১৭.৪৬	১৪.৯২	২১.২১	৫.২২	৬.৯০	২.৮১	১৫.৫৬	১১.১১	১৬.৮৩
ডায়লিউটেড (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা) (ব্যতিক্রমী বিষয়সমূহ বিবেচনার পূর্বে/পরে) (টাকায়)	৪.৯৬	৬.৯৮	৪.১০	১৭.৪৩	১৪.৯২	২১.২১	৫.২১	৬.৮৯	২.৮১	১৫.৫৩	১১.১১	১৬.৮৩

মন্তব্য:
১. উপরের বিবরণটি স্টক এক্সচেঞ্জে SEBI প্রবিধানসমূহ ২০১৫ অন্তর্গত ৩৩ নং নির্ধারিত প্রবিধান অনুযায়ী পেশ করা বিস্তারিত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (লিস্টিং সংক্রান্ত দায় ও প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে)। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তির আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণীটি কোম্পানি ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) থেকে এবং BSE ওয়েবসাইট (http://bseindia.com) ও NSE ওয়েবসাইট (http://nseindia.com) থেকে উপলব্ধ হবে।
২. এই আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানি আইন ২০১৩ অধীনে ১৩৩ নং ধারা নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (Ind AS) ও যথাসম্ভব প্রযোজ্য অনুযায়ী অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন ও নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ : ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৪
স্থান : নয়ডা

সোমানি সিরামিকস্ লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীকান্ত সোমানি
অধ্যক্ষ ও পরিচালন অধিকর্তা
DIN 00021423

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**